রাঁচি, মঙ্গলবার
25:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>281 >>08 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৮১ >> << ০৮ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

কানাডার পূর্ব উপকূলে বন্যায় 'অভাবনীয়' ক্ষতি, ৪ জন নিখোঁজ

হ্যালিফ্যাক্সঃ ৫০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে আটলান্টিক কানাডিয়ান প্রদেশ নোভা স্কশিয়াতে সবচেয়ে ভয়াবহ বৃষ্টির কারণে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। বন্যায় অকল্পনীয় ক্ষতি এবং দুই শিশুসহ চারজন নিখোঁজ বলে কর্মকর্তারা শনিবার জানিয়েছেন। নোভা স্কশিয়ার প্রিমিয়ার টিম হিউস্টন বলেছেন, আমরা অত্যন্ত ভীতিকর একটি পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি। তিনি আরও বলেন, অন্তত সাতটি সেতু প্রতিস্থাপন বা পুনর্নির্মাণ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো টরন্টোতে সাংবাদিকদের বলেন, তিনি বন্যা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অটোয়া ঐ প্রদেশের পাশে থাকবে। কর্তৃপক্ষ নোভা স্কশিয়ার বৃহত্তম শহর হ্যালিফ্যাক্স এবং অন্যান্য চারটি অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। হ্যালিফ্যাক্সের আঞ্চলিক পৌরসভা রাস্তা এবং অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে, এবং লোকেদের বাড়িতে থাকতে এবং তাদের গাড়ি ব্যবহার না করার আহ্বান জানিয়েছে। হ্যালিফ্যাক্স থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবিতে দেখা যায় পরিত্যক্ত গাড়িগুলো প্রায় বন্যার পানিতে ডুবে গেছে এবং উদ্ধারকর্মীরা নৌকা ব্যবহার করে মানুষকে বাঁচাতে যাচ্ছে।

বাজার দর

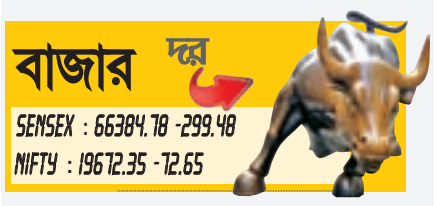

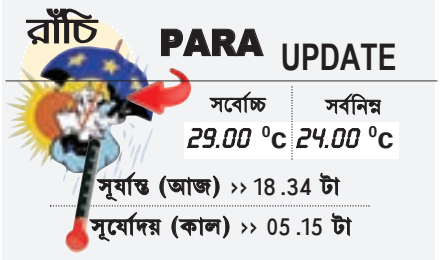

SENSEX : 66384.78 -299.48

NIFTY : 19672.35 -72.65

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.34 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05.15 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

উত্তর কোরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের দ্রুত ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ

ওয়াশিংটন ঃ এ সপ্তাহের শুরুতে অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে উত্তর কোরিয়ার ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশকারী যুক্তরাষ্ট্রের সেনা ট্র্যাভিস কিংএর দ্রুত ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ট্র্যাভিসের গতিবিধি সম্পর্কে রাষ্ট্রটির পুরোপুরি নীরব থাকা এ বিষয়টিকে নিশ্চিত করেছে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন অ্যাসপেন সিকিউরিটি ফোরামে জানান, ওয়াশিংটনের বর্তমান প্রশাসন ক্ষমতায় আসার শুরু থেকেই উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে সংলাপের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তিনি বলেন, আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম রয়েছে। আমরা সেগুলো ব্যবহার করেছি। আমরা যে প্রত্যুত্তর পেয়েছি, তা হল ঃ একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ, আরও জানান তিনি। ওয়াশিংটন জাতিসংঘের চ্যানেল ও সংস্থাটির প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্র সুইডেনের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও জাতিসংঘের কমান্ড (ইউএনসি) সমন্বিতভাবে তদন্ত চালাচ্ছে, কীভাবে শাস্তির মুখোমুখি হতে যাওয়া এক সৈনিক যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখী ফ্লাইটে থাকার বদলে উত্তর কোরিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হলেন। গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীর এই তদন্তে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাদের সঙ্গে সমন্বয় করছে দক্ষিণ কোরিয়ায় মোতায়েন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। বৃহস্পতিবার পেন্টাগন এসব তথ্য জানিয়ে উল্লেখ করে, ট্র্যাভিসকে আপাতত 'এডব্লিউওএল' (বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত) অথবা বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকা সৈনিক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সমন্বিত নিরাপত্তা অঞ্চল বা জেএসএ'র ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে ইউএনসি, যার নেতৃত্বে আছে যুক্তরাষ্ট্র। এ এলাকার ভেতর দিয়েই ট্র্যাভিস উত্তর কোরিয়ার সীমান্তে পালিয়ে যান। ইউএনসির জনসংযোগ পরিচালক কর্নেল আইজাক টেলর ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, যারা জেএসএ অঞ্চল পরিদর্শন করবেন, তাদের ঝুঁকি ন্যুনতম পর্যায়ে রাখতে কী কী নীতিমালা বা প্রক্রিয়া চালু করার প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করতে ইউএনসি বর্তমানে ১৮ জুলাইর ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করছে। উত্তর কোরিয়া এখনো ট্র্যাভিসের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানায়নি। তবে দেশটি এ সপ্তাহে দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিসটিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনে সক্ষম আণবিক ডুবোজাহাজ ইউএসএস কেনটাকির উপস্থিতি নিয়ে সতর্কবাণী দিয়েছে।

আফগানিস্তান, পাকিস্তানে বৃষ্টি, ধসে মৃত ৪৪

কাবুল ঃ আফগানিস্তানে প্রবল বৃষ্টির পর ফ্ল্যাশ ফ্লাডে মারা গেছেন ৩১ জন। নিখোঁজ ৪০ জন। পাকিস্তানেও মারা গেছেন ১৩ জন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত আফগানিস্তান। কয়েকদিন ধরে প্রবল বৃষ্টির পর বন্যা ও ধসে ৩১ জন মারা গেছেন। তালেবানের মুখপাত্র সফিউল্লাহ রহিমি জানিয়েছেন, গত তিন দিনের বৃষ্টিতে মৃত্যুর পাশাপাশি ৭১ জন আহত হয়েছেন। ৪০ জনের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রচুর পশুও মারা গেছে।

রহিমি জানিয়েছেন, কাবুলসহ দেশের বেশ কয়েকটি জায়গায় বন্যা হয়েছে। পশ্চিম কাবুলে অনেকে মারা গেছেন।

গত এপ্রিলেই জাতিসংঘের মানবাধিকার সংগঠন জানিয়েছিল, আফগানিস্তান টানা তিন বছর খরার মুখে পড়েছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থা খারাপ হয়েছে। এরপর এই প্রবল বৃষ্টি, বন্যা, ধসে মানুষ বিপর্যস্ত।

তালেবান মুখপাত্র জানিয়েছেন, পশ্চিম কাবুলে এক পরিবারের চারজন চকিত বন্যার জলে ভেসে যান। তারা তখন ঘুমাচ্ছিলেন। বিপর্যয় মোকাবিলা কর্মীরা বন্যাদুর্গত এলাকায় কাজ করছেন। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বন্যা ও ধসে দুর্গত মানুষের সংখ্যা দুই লাখের মতো।

আঞ্চলিক গভর্নরের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, বন্যায় কয়েকশ বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাবুল ও বামিয়ানের মধ্যে সড়ক বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তানেও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। তারপর অনেক জায়গায় ধস নেমেছে। ১৩ জন মারা গেছেন। খাইবার পাখতুনখোয়াতে মারা গেছেন নয়জন। গিলগিট বালতিস্তান এলাকায় ধসের ফলে এক পরিবারের চারজন মারা গেছেন।

গ্রীসের রোডস দ্বীপে দাবানলের কারণে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ১৯ হাজার মানুষ

গ্রীস ঃ গ্রীসের রোডস দ্বীপে ষষ্ঠ দিনের মত তিনটি স্থানে দাবানল চলতে থাকায় প্রায় ১৯ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে গ্রীস কর্তৃপক্ষ। জলবায়ু পরিবর্তন ও বেসামরিক সুরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, 'দেশে দাবানল থেকে এটিই সবচেয়ে বড় উদ্ধারের ঘটনা। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ১২টি গ্রাম ও বেশ কয়েকটি হোটেল থেকে স্থলপথে ১৬ হাজার এবং সমুদ্রপথে তিন হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে ছয়জনকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রবিবার সকালে ২৬৬ জন দমকল কর্মী এবং ৪৯টি ইঞ্জিন পাঁচটি হেলিকপ্টার এবং ১০টি বিমানের সঙ্গে যোগ দেয়। এরমধ্যে সাতটি গ্রীক, দুটি তুর্কি ও একটি ক্রোয়েশিয়ান। আরও ১৫টি ইঞ্জিন আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। রোডসের পার্বত্য অঞ্চলে, দমকল কর্মীরা নিকটবর্তী ঘন জঙ্গলে দাবানল ছড়িয়ে পড়া রোধ করার চেষ্টা করছেন। ভূমধ্যসাগরীয় দেশটিতে রবিবার আবহাওয়া উষ্ণ ছিল। মধ্যাহ্নের আগে, তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে। পর্যটকসহ সরিয়ে নেওয়া কয়েকজনকে অন্যান্য হোটেল, জিম এবং একটি কনফারেন্স সেন্টারে রাখা হয়েছে। একটি শিপিং সংস্থা তাদের একটি জাহাজে থাকার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে।

চাল রপ্তানির উপর ভারতের নিষেধাজ্ঞা বিশ্বব্যাপী চালের দামকে প্রভাবিত করতে পারে

কাকিনাডা ঃ বিশেষজ্ঞদের মতে, অভ্যন্তরীণ মূল্য বৃদ্ধি এবং পরবর্তী ফসলের ফলনে ঘাটতির আশঙ্কার কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর চালের রপ্তানির উপর ভারত কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শস্যের বৈশ্বিক মূল্যকে প্রভাবিত করতে পারে, যখন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ইতিমধ্যেই একটি উদ্বেগের বিষয়। ভারত, বিশ্বের বৃহত্তম চাল রপ্তানিকারক দেশ, বিশ্বব্যাপী চাল বাণিজ্যের ৪০ ভারতের সাথে হয়, এর চালান প্রায় ১৪০টি দেশে যায়। বৃহস্পতিবার নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে সরকার বলেছে সে দেশে দাম গত বছরের তুলনায় ১১.৫ এবং গত মাসে ৩ বেড়েছে। একটি বিবৃতিতে, ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক বলেছে, ভারতীয় বাজারে ননবাসমতি সাদা চালের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে দামের বৃদ্ধি কমাতে রপ্তানি নীতি সংশোধন করেছে। তারা বলছে, নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে কার্যকর হবে। কৃষ্ণ সাগরের মধ্য দিয়ে ইউক্রেনের গমের নিরাপদ পরিবহনের অনুমতি দেওয়ার জন্য রাশিয়া একটি চুক্তি থেকে সরে আসার কয়েকদিন পরই ভারত এই পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই পদক্ষেপের ফলে দাম বেড়ে যেতে পারে বলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল। বিশ্লেষকদের মতে, খাদ্য মূল্যস্ফীতির সাথে লড়াই করার কারণে ভারত শীঘ্রই বিধিনিষেধগুলি শিথিল করার সম্ভাবনা কম। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি সরকারের জন্য একটি খুবই সংবেদনশীল বিষয়, কারণ দেশটি এই বছরের শেষের দিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে নির্বাচন এবং আগামী এপ্রিলে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে। চাল এবং গমের দাম এমন একটি দেশে বিশেষ উদ্বেগের বিষয়, যেখানে খাদ্যশস্য নিম্নআয়ের মানুষের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ।

ভারত গত বছর থেকে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি কঠোর করছে - এছাড়া এক বছরেরও বেশি আগে গম রপ্তানির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করা হয়নি। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী দেশ ভারতে ১৪০ কোটি মানুষের জন্য পর্যাপ্ত ধানের মজুদ রয়েছে, সেখানে একটি অনিয়মিত বর্ষা মৌসুম পরবর্তী ফসলের ক্ষতি করতে পারে, যা জুনে রোপণ করা হয়েছিল এবং সেপ্টেম্বরে কাটা হবে বলে আশা রয়েছে।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে দেশের উত্তরে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে প্রধান ধান উৎপাদনকারী অঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে, দক্ষিণে অনাবৃষ্টির ফলে অনেক কৃষক ফসল রোপণ করতে পারছে না।

নির্দেশ আগেই হাইকোর্ট এএসআই সমীক্ষার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল

জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষা দুই দিনের জন্য স্থগিত

নয়া দিল্লিঃ সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছে। এই দুই দিনের মধ্যে মসজিদ কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে আবেদন জানাতে পারবে।

নির্দেশ দিয়েছিল বারাণসী জেলা আদালত। হিন্দু পক্ষের দাবি মেনে জ্ঞানবাপী মসজিদের সমীক্ষা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল পুরাতত্ত্ব বিভাগ(এএসআই)'কে। রোববার গভীর রাতে তারা পৌঁছে গিয়েছিল জ্ঞানবাপী মসজিদে। সকাল থেকে তারা সমীক্ষার কাজ শুরু করে দেয়। নিউজ১৮ জানিয়েছে, এএসআইয়ের চারটি দল সমীক্ষার কাজ শুরু করে।

এই পরিস্থিতিতে সোমবার সকালে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শুরু হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সলিসিটার জেনারেল আদালতে জানান, মসজিদের কোনো পরিবর্তন করা হবে না। একটা ইটও বদলানো হবে না। এরকম কোনো পরিকল্পনাও নেই। মাপ নেয়া হবে। ছবি তোলা হবে।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, ''বোঝা যাচ্ছে, এএসআই কোনো খননকাজ করবে না। আমরা এটা নোট করে রাখলাম। আগামী সোমবার পর্যন্ত এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না।''

তারপর সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়, ''মসজিদ কর্তৃপক্ষ বুধবারের মধ্যে হাইকোর্টে যাতে আবেদন জানাতে পারে, সেজন্য দুই দিনের স্থগিতাদেশ দেয়া হলো। এই সময়ের মধ্যে সমীক্ষা বন্ধ থাকবে।'' মসজিদ কর্তৃপক্ষ হাইকোর্টে আবেদন জানালে তারা সিদ্ধান্ত নেবে, সমীক্ষার কাজ চলবে কি না।

বারাণসীর জেলাশাসক জানিয়েছেন, তারা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। এর আগে জেলা আদালত এএসআইকে সমীক্ষা করতে বলেছিল। এএসআই তারপর সমীক্ষা করার অনুমতি চেয়েছিল। তখন অনুমতি দেয়া হয়।

মসজিদ কর্তৃপক্ষের আইনজীবী হুজেফা আহমদি আদালতে বলেন, জেলা আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দিক সুপ্রিম কোর্ট। আগেই হাইকোর্ট এএসআই সমীক্ষার উপর স্থগিতাদেশ দিয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি বলেন, ''সমীক্ষার ফলে তো কাঠামোর কোনো পরিবর্তন হবে না। প্রার্থনা করার ক্ষেত্রেও অসুবিধা হবে না। তাহলে আপনারা আপত্তি জানাচ্ছেন কেন?''

কোডারমায় টিবরা স্ক্র্যাপ মজদুর সংঘের বিক্ষোভ প্রদর্শন

প্রশাসনিক অধিকারিকরা রাজ্য সরকারকে বিভ্রান্ত করছেন ঃবন্ধু তিরকি

কোডারমা। সোমবার, টিবরা স্ক্র্যাপ মজদুর সংঘের তত্ত্বাবধানে, কালেক্টরেটে একটি বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় বনাঞ্চলের হাজার হাজার গ্রামীণ মহিলা এবং পুরুষ অংশ নেন। প্রদর্শনের আগে একটি মিছিল বের করা হয়। সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী এবং কংগ্রেস নেতা বন্ধু তিরকি বলেন যে আধিকারিকরা রাজ্য সরকারকে বিভ্রান্ত করছেন।রাইয়তি জমিতে টিবরা পড়ে থাকলে এবং তা যদি বাছাই করে বিক্রি করা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এটা সম্পূর্ণ অন্যায়। তিনি বলেন, এটা কোনো নির্বাচনী সভা নয়। এই লড়াই মানুষের জীবিকা, তাদের জীবন, আগামী দিনে তাদের সন্তানদের শিক্ষার সাথে জড়িত। এখানে জনগণের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে এবং সেখানে টিবরা নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা হবে তাদের প্রতি অবিচার। তিরকি বলেন, এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে, ২৩ আগস্ট শেষ দিন এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হলে ২৪ আগস্ট সড়ক অবরোধ করবেন। বিধায়ক উমাশঙ্কর আকেলা বলেন যে তিনি এই পুরো বিষয়টি রাজ্য সরকারকে জানাবেন। যদি জেলা প্রশাসন মানবিক পন্থা অবলম্বন করে সহযোগিতা না করে, তাহলে সংঘ ও কংগ্রেসের সহায়তায় ২৪ আগস্ট সড়ক অবরোধ করা হবে। তিনি জেলা প্রশাসনের মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। সভায় বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস নেতা শাহজাদা আনোয়ার এবং সভা পরিচালনা করেন টিবরা স্ক্র্যাপ মজদুর সংঘের সভাপতি কৃষ্ণ সিং ঘাটোওয়ার। একদিকে জেলা প্রশাসনের বিরুদ্ধে চলছে বিক্ষোভ সভা আর অন্যদিকে দেখা দিলো প্রশাসনিক অভিযান কোডারমায়, যেখানে টিবরা বাছাই এবং বিক্রির বিষয়ে জেলা প্রশাসনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে, একই সময়ে ঝুমরিতিলাইয়া শহরে বড় মাইকা গোডাউনে অভিযান চালানো হয়। জানা গেছে, অবৈধভাবে টিবরা জমার অভিযোগ পেয়ে জেলা প্রশাসনের দল সিএইচ রোডে অবস্থিত এক অভ্র ব্যবসায়ীর গোডাউনে অভিযান চালায়। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ ঢিবরা ও মাইকা উদ্ধার করা হয়।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মহিলার সঙ্গে সহবাসের অভিযোগে শিলিগুড়িতে গ্রেফতার ব্যবসায়ী

শিলিগুড়ি ঃ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের ঘটনায় ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত রবীন্দ্র নগর এলাকায়। জানা যায় গত সাত বছর ধরে রবীন্দ্র নগর এলাকার এক বাসিন্দা অভিযুক্ত দীপ জ্যোতি চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল এক মহিলার। বহুবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবৈধভাবে সম্পর্কের লিপ্ত হন। এরপর সেই মহিলা জানতে পারেন যে,গত সাত বছর ধরে তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অবৈধভাবে সম্পর্ক রাখছেন । এরপর সোমবার শিলিগুড়ি মহিলা থানায় অভিযুক্ত ব্যবসায়ী দীপ জ্যোতি চৌধুরীর নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত দীপ জ্যোতি চৌধুরী কে গ্রেফতার করা হয়। এবং মঙ্গলবার ধৃত দীপ জ্যোতি চৌধুরী কে মেডিকেল টেস্ট করে আদালতে তোলা হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত

শিলিগুড়ি । ধর্মতলা চলো আহ্বান জানিয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের বাইক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল আজ। ঝংকার মোড় থেকে ইয়ার ভিউ মোর পর্যন্ত যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একুশে জুলাই কে সামনে রেখে বাইক ব্যালি অনুষ্ঠিত হল । উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সমতল সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ মহাশয়া , দার্জিলিং জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস সমতল সভাপতি নির্ণয় রায় মহাশয় ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।।

বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে বৃক্ষ প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করল আমরা বাঙালি সংগঠন

শিলিগুড়ি ঃ বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে বৃক্ষ প্রতিবাদ মিছিল আয়োজন করল আমরা বাঙালি সংগঠন । মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘরের সামনে থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল বের হয় শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই মিছিল থেকে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করা হয়। আমরা বাঙালি সংগঠনের অভিযোগ উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে এরই বিরোধিতা করে এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল বলে জানা যায়।

নির্ধারিত স্টপেজ থেকে দূরে নির্জন এলাকায় ছাত্রকে নামিয়ে দেওয়া হয়, বাসচালকের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ

মালদা। মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কে বেপরোয়া গতিতে বাস চালানোয় দুর্ঘটনা নিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষজন সড়ক অবরোধ করে মধ্যেই। এবার সরব হলেন বাসে স্টুডেন্ট ভাড়া দেওয়া এক ছাত্রীকে নির্দিষ্ট স্টপেজ ছেড়ে অনেক দুরে ফাঁকা স্টপেজে নামিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ মানুষজন মঙ্গলবার মালদা নালাগোলা রাজ্য সড়কের মাঝে কেন্দপুকুর এলাকায় পথ অবরোধ করেন। যদিও পুলিশি হস্তক্ষেপে বেসরকারি বাস মালিক ও কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করে মিটিয়ে দেওয়া আশ্বাসে অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে,সম্প্রতি একদিন আগে বিকেলে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন শিউলি হেমব্রম নামে এক ওমেন্স কলেজ ছাত্রী। বাড়ি ফিরতে তিনি একটি বেসরকারি বাসে উঠেছিলেন। কিন্তু বেসরকারি বাসের কন্ট্রাক্টর কিছুতেই স্টুডেন্ট ভাড়া নিচ্ছিলেন না। এই নিয়ে বচসা হয়। ছাত্রীটি কন্ট্রাক্টরকে জানান স্টুডেন্ট ভাড়া নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এর পর ক্ষুব্ধ হয়ে কন্ট্রাক্টর নির্দিষ্ট স্টপেজে না নামিয়ে অনেক দুরে একটি ফাঁকা জায়গায় স্টপেজে নামিয়ে দেয় বলে অভিযোগ । সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে ছাত্রীটি কোনও মতে কোন গাড়ি না পেয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরে সব কথা পরিবারের লোকেদের জানান। এরপরই ক্ষুব্ধ পরিবার সহ গ্রামবাসী মানুষজন মঙ্গলবার কেন্দপুকুরে পথ অবরোধ করেন। অবরোধ খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পুলিশ প্রশাসন পৌঁছে বাসের মালিক পক্ষ এবং বাস কর্মীদের নিয়ে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে অবরোধ তুলে দেন। এখন দেখার কবে,কখন এই আলোচনা হয়। আর বেসরকারি বাস কর্মীদের এমন মানসিকতার পরিবর্তন হয়কিনা তাও দেখার বিষয়।এছাড়াও আরো অভিযোগ রথবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে অনেক বাস কন্টাকটার স্টুডেন্টদের উঠতে দেয় না বলে অভিযোগ করন।

স্কুলের ক্লাসে অনেক বিষাক্ত সাপ নিয়ে চাঞ্চল্য, পরিবেশ প্রেমী তাদের ধরে জঙ্গলে ছেড়ে দিল

কোচবিহার ঃ স্কুলের ক্লাসের ভিতরে বিষাক্ত বেশ কয়েকটি গোখরো সাপ কে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। দিনহাটা এক নম্বর ব্লকের গোসানিমারি দুই নম্বর সার্কেলের খারিজা ভুতকুড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার এই বিষাক্ত সাপগুলি উদ্ধার হয়। স্কুল শুরু হতেই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর একটি ঘরে সাপ উদ্ধার কে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি ছাত্রছাত্রীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এদিন স্কুল শুরু হওয়ার প্রাক মুহূর্তে স্কুলের একটি ঘরে লোহার পাইপ রাখা ছিল। সেই পাইপের মধ্যে একাধিক বিষাক্ত গোখরা সাপ ছিল। প্রথমে একটি সাপ বেরিয়ে এলো ধীরে ধীরে একের পর এক সাপ বেরিয়ে আসতে থাকে ওই পাইপ থেকে। হুরাহুরি পড়ে যায় স্কুলের ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষকদের মধ্যে। খবর পেয়ে সর্বপ্রেমী মনমোহন রায় ওই স্কুলে যে ছুটে যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ছোট বড় বেশ কয়েকটি সাপ উদ্ধার করে। পরে সাপ গুলিকে পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।

জলপাইগুড়িতে পাওয়া যায় বিরল প্রজাতির সাধারণ স্যান্ড বোয়া সাপ

জলপাইগুড়ি ঃ বিরল প্রজাতির একটি কমন সেন্ড বোয়া সাপ উদ্ধার হল জলপাইগুড়িতে। বাংলায় সাধারণত এই সাপটিকে বালি বোরা সাপ বলা হয়। অত্যন্ত বিরল প্রজাতির এই সাপটি মূলত নির্বিষ সাপ হিসেবেই পরিচিত। জলপাগুড়িতে শুস্ক অঞ্চলের এই সাপের দেখা মেলায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে নির্মিয়মান একটি বাড়িতে টয়লেটের পেনের ভেতরে ছিল সাপটি। গায়ের রং দেখতে অনেকটা অজগর অজগর সাপের মতো। জানা গেছে, রাজস্থান, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশ সহ কিছু রাজ্যে দেখা যায় এই সাপ। সোমবার বিকেলে জলপাইগুড়ি শহরের টোপামারি এলাকার একটি নির্মিয়মান বাড়ি তৈরির জন্য টয়লেটের প্যান কিনে আনা হয়েছিল। মিস্ত্রিরা কাজ করতে গিয়ে সাপটিকে দেখে আৎকে ওঠেন। প্রথমে তারা ভেবেছিলেন অজগর সাপের বাচ্চা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় গ্রিন জলপাইগুড়ি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের। সংগঠনের সম্পাদক অঙ্কুর দাস সাপটিকে উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার কথা জানান।

মহানন্দা ব্যারেজের কাছে অবস্থিত কালীমন্দির থেকে দেবীর সোনা রুপোর গয়না চুরি

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়ী মহানন্দা ব্যারেজ কালীমন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে এদিন সকালবেলা পুরোহিত মন্দিরে পুজো করতে গিয়ে দেখতে পান মন্দিরের ভিতরে লন্ডভন্ড। চুরির খবর ব্যারেজ বাসিন্দাদের জানালে তারা সকলে এসে মন্দিরের সামনে ভিড় করেন। দেখা যায় কালি মূর্তির সোনার জিব সোনার টিপ রুপোর বড় আকারের মুকুট সোনার তেতলি সহ অন্যান্য জিনিস নেই চুরির খবর জানানো হয় এনজিপি থানার পুলিশে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছেন তবে কত টাকার জিনিস খোয়া গেছে তবে এখনো পর্যন্ত তার বাজার মূল্য কিন্তু জানাতে পারেননি বব্যারেজের বাসিন্দারা।

ডেঙ্গু রুখতে ছাড়া হল গাপ্পি মাছ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ সিউড়ি পৌরসভা থেকে ডেঙ্গু সর্তকতা বাড়ানোর জন্য এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধ করার জন্য চব্বিশে জুলাই সোমবার একটি পদযাত্রা করা হয় । সেই পদযাত্রা থেকে ড্রেনে ও পুকুরে বেশ কিছু গাপ্পি্প মাছের বাচ্চা ছাড়া হয় । তৃনমূল প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক আশীষ দে বলেন, সিউড়ি,রামপুরহাট,বোলপুর শহরে অনেকেই ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ডেঙ্গি আটকানোর জন্য গাপ্পি মাছ ছাড়া হলো । সিউড়ি পৌরসভার বিয়াল্লিশজন নির্মল সাথীর মহিলারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে সচেতন করবে । প্রত্যেক কাউন্সিলর নিজের নিজের ওয়ার্ডে গিয়ে সচেতন করবে যাতে জল ন জমে । পুরাতন শহর সিউড়ি ।

মথুরাপুরে বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রবিবার সকাল আটটা নাগাদ বনগ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর গ্রামে মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় বাষট্টি বছরের এক বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার করে সাইথিয়া থানার পুলিশ । মৃতের নাম ভাগ্যবতী বায়েন । বৃদ্ধাকে ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । বাড়িতে একাই থাকতো ওই বৃদ্ধা মহিলা । মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিউড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয় । সিউড়ি সদর হাসপাতালের মর্গের বাইরে পবন দাস বলেন, তিনবছর আগে কাকা মারা যাওয়ার পর কাকিমা একাই থাকতো । দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে । আমাদের সন্দেহ পাড়ার ৩৬৩৭ বছরের একটা ছেলে এইরকম করেছে সেইকথা পুলিশকে জানিয়েছি । ওই ছেলেটা কাকিমার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাইতো । কাকিমাকে হুমকি দিতো । দিনে আসতো না কিন্তু রাতের বেলায় কাকিমার ঘরে আসতো । কাকিমা মেয়ের ঘর গেলে চাল,ডাল চুরি করে নিতো । মৃতের মেয়ে পম্পা দাস সাইথিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে । অভিযোগের ভিত্তিতে মথুরাপুর গ্রামের বাসিন্দা বুদ্ধদেব মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে সাইথিয়া থানার পুলিশ । বুদ্ধদেব খুন করার কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । ভাগ্যবতী বুদ্ধদেবের কাছে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল । শনিবার রাত নয়টা নাগাদ বুদ্ধদেব সেই টাকা ফেরত আনতে যায় । তারপর গন্ডগোলের জেরে বুদ্ধদেব ভাগ্যবতীকে শ্বাসরোধ করে খুন করে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান । সোমবার চব্বিশে জুলাই দুপুরে মথুরাপুর গ্রামে গিয়ে নিহতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেত্রী মফুজা খাতুন,মহিলা মোর্চা রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, সহসভানেত্রী গার্গী দাসঘোষ, বীরভূম জেলা সভানেত্রী রশ্মি দে সহ মহিলা মোর্চা প্রতিনিধি দল । স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন । বিজেপি মহিলা মোর্চা রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, মুখে গামছা বাঁধা ব্লাউজ ছেড়া রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় । স্থানীয় বাসিন্দারা বলছে ধর্ষন করে খুন কিন্তু পুলিশ তৃনমূলের এতোটাই দলদাস হয়েছে সেটা জানছে না । যে অভিযুক্ত (বুদ্ধদেব মন্ডল) সে নিজের স্ত্রীকে পুড়িয়ে মেরেছে লোকের ঘরে চুরি করে । তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্লাবে জানালে ক্লাব বিচার করেছে । পুলিশ প্রশাসন তৃনমূল নেতা বিধায়ক প্রধান উপপ্রধানের অঙ্গুলিহেলনে এইরকম কাজ করে বেড়াচ্ছে ।

ধর্ষন করেছি পুলিশ ভ্যানে দাবি অভিযুক্তের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রবিবার সকালে মথুরাপুর গ্রামে এক বৃদ্ধার মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে সাইথিয়া থানার পুলিশ । ধৃতের নাম বুদ্ধদেব মন্ডল বাড়ী মথুরাপুর গ্রামে । সোমবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে পুলিশ দশদিনের দিনের হেপাজত চাই বিচারক সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের অনুমতি দেয় । পুলিশ ভ্যানে সাংবাদিকদের বুদ্ধদেব মন্ডল বলেন, পাঁচশো টাকার গন্ডগোলের জন্য ধর্ষন করেছি । ধর্ষন করার পর অজ্ঞান হয়ে যায় । বুদ্ধদেব মন্ডলের আইনজীবী রজনী ব্যানাজী বলেন, আসামীর হয়ে জামিনের আবেদন করেছিলাম । ধর্ষনের কোনো অভিযোগ আইওরা দেন নি । পুলিশ দাবি করেছিল পাঁচশো টাকার গন্ডগোলের জন্য বৃদ্ধা মহিলাকে খুন করেছিল বুদ্ধদেব মন্ডল ।

তারাপীঠ যাওয়ার রাস্তায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র গ্রেপ্তার দুই

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃগোপনসূত্রে খবর পেয়ে বীরচন্দ্রপুর থেকে তারাপীঠ যাওয়ার রাস্তায় ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া দুই দুস্কতীকে তেইশে জুলাই গভীররাতে গ্রেপ্তার করেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ । ধৃতরা হলো ¯ সুরজ শেখ এবং ভিক্টর শেখ । তাঁদের বাড়ি তারাপীঠ থানার সন্ধ্যাজোল গ্রামে । ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশী পাইপগান,এক রাউন্ড কার্তুজ একটি ভোজালি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে ।

সাইথিয়া থানায় বিজেপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রবিবার সকালে সাঁইথিয়া বিধানসভাকেন্দ্রের বনগ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর গ্রামে বাষট্টি বছরের এক বৃদ্ধার মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় নগ্ন দেহ উদ্ধার করে সাইথিয়া থানার পুলিশ । মৃতের নাম ভাগ্যবতী দাস । ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । মৃতের পরিবারের সাথে দেখা করে কথা বলার পর সাইথিয়া থানার ওসি আফরোজ হোসেনের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার তদন্তের দাবি জানান রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র । বিজেপি মহিলা মোর্চা রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, এই রাজ্যে আট থেকে আশি কেউ নিরাপদ নয় । পুলিশমন্ত্রী কোনো ব্যবস্থা নেয় না । পরিবারকে আইনি সহায়তা করবো ।

গাড়িতে করে মাছ নিয়ে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনার কবলে তিন মাঝ ব্যবসায়ী

মালদা ঃফারাক্কা থেকে অটো গাড়িতে করে মাছ নিয়ে যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনার কবলে তিন মাঝ ব্যবসায়ী। আহতরা চিকিৎসা দিন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে মালদা জেলার গাজোল থানার ছিটকা মহল এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় আহতরা হল পবিত্র বারুই বয়স(৩৮)বছর। পঞ্চানন্দ বারুই বয়স(৭১)বছর ও সুকুমার সরকার বয়স (৫০)বছর। তাদের দুইজনের বাড়ি মালদা জেলার গাজোল থানার কদুবাড়ী এলাকায় ও আরেকজনের বাড়ি মালদা জেলার গাজোল থানার আনন্দপল্লী এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আলো জানা যায় অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে ফারাক্কা থেকে অটো গাড়িতে করে মাছ নিয়ে গাজলের উদ্দেশ্যে আসছিলেন তিনজন মাছ ব্যবসায়ী। আসার পথেই গাজলের ছিটকা মহল এলাকায় রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন সাইকেল নিয়ে এক শিশু। সেই শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো রাস্তার পাশে উঠে গিয়ে ধাক্কা মারে। ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের প্যারামেডিকেল টীম। তাদেরই অ্যাম্বুলেন্সে উদ্ধার করে আহতদের কে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। তাদের মধ্যে পঞ্চানন্দ বারুই কে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করে চিকিৎসকেরা ছেড়ে দেয়। বাকি দুইজন চিকিৎসাধীন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

বিদ্যুৎ গ্রাহকের সুবিদার্থে মাসে মাসে বিল চালুর দাবি শহরের বিধায়ক শংকর ঘোষের

শিলিগুড়ি ঃ কলকাতার বিধান নগরে তিন মাস নয়, মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিল নেওয়ার সুবিধা থাকলেও অন্যান্য শহর এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত।বিদ্যুৎ বিলে একসাথে তিন মাসের বিদ্যুৎ ইউনিট যোগ হওয়ার কারনে বেশ কিছুটি অর্থ বেশি গুনতে হয় গ্রাহকদের।এর আগেও মাসে মাসে বিদ্যুৎ বিল নেওয়ার দাবি নিয়ে শহর শিলিগুড়িতে এর আগেও বেশ কিছু রাজনৈতিক দল আঃেদালন রুপে তাদের দাবি তুলে ধরে ছিল।তবে তা বাস্তবায়িত রুপ না পেলেও আবারও সেই দাবি নিয়ে সোচ্চার হল শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। ইতিমধ্য এই বিষয় নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে লিখিত ভাবে দাবিও জানিয়েছেন তিনি। তবে এই দাবি বাস্তবায়িত করতে শহরের মেয়র গৌতম দেবের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন বিধায়ক শংকর ঘোষ।

তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইনটিসির মালদা জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিশাল রেলির আযয়োজন করা হলো

মালদা ঃ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইনটিসির মালদা জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিশাল রেলির আযয়োজন করা হলো। এদিন মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকা থেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ স্যান্যালের উদ্যোগে এই র‍্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শ্রমিক সংগঠনের শতাধিক কর্মী , সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন। রেলির মাধ্যমে ধর্মতলা চলো স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি প্রচার চালানো হয়। বুধবার রাত থেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কর্মী, সমর্থকেরা বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে ২১শে জুলাই কর্মসূচিতে যোগদান দেওয়ার জন্য কলকাতার উদ্দেশ্যে মালদা থেকে রওনা দিবেন। আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল জানিয়েছেন , এবারে ২১শে জুলাই কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রায় এক হাজার কর্মী সমর্থকেরা বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চলেছেন। কর্মসূচিতে মালদার এই সংগঠনের কর্মী , সমর্থকরা কলকাতা উপস্থিত থাকবেন। একুশে জুলাই সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সংগঠনের কর্মী, সমর্থকরা কলকাতা থেকে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন।

শিলিগুড়ি শহরে প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার মাটির নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করা হবে, জানালেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ তারে জর্জরিত শিলিগুড়ি শহরকে তারের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করতে শহরের প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার মাটির নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করা হবে। বুধবার, শিলিগুড়ি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। দীর্ঘদিন ধরে ওপর দিয়ে থাকা বৈদ্যুতিক তারের ফলে নানা সমস্যা দেখা গিয়েছে। বারংবার বৈদ্যুতিক খুঁটিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা চোখে পড়ে। সেই সমস্যা সমাধানে মাটির নিচ দিয়ে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করার পরিকল্পনা করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। এবার বিদ্যুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে এই কাজ করা হচ্ছে। পুরো কাজ টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে টেন্ডারবপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। তারপর দুর্গাপূজার পরে কাজ শুরু হবে। জানা যায়, প্রায় ৫৫০ কিলোমিটার মাটির নিচ দিয়ে এই বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ হবে। একটি তারের সংযোগ হবে এয়ারভিউ মোড় থেকে ভেনাস মোড় হয়ে বাঘাযোতিন পার্ক পর্যন্ত, আরেকটি চিলড্রেন পার্ক থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সামনে থেকে বিধান রোড হয়ে শেঠ শ্রীলাল মার্কেট পর্যন্ত, আরেকটি হবে পানিট্যাংকি মোড় থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত। দফায় দফায় এই কাজ হবে বলে জানা যায়। বুধবার শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎ বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মেয়র গৌতম দেব। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোটের প্রভাব পড়লো দিনহাটায়

কোচবিহার ঃ নিশীথ প্রামানিকের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন সিপিআইএম, কংগ্রেস, সহ বিভিন্ন দলের কর্মীরা । রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা অত্যাচারিত হলেও কেন্দ্রে সেই তৃণমূলের সঙ্গেই হাতে দিয়েছে সিপিএম এবং কংগ্রেস সেই কারণেই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল সিপিআইএম এবং কংগ্রেস এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বেশ কয়েকজন প্রার্থী। উল্লেখ্য আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে জোট বেঁধেছে সিপিআইএম, কংগ্রেস, তৃণমূল,আম আদমি পার্টি সহ বিভিন্ন দল গুলি। ব্যাঙ্গালোরে চূড়ান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর তোলে বিরোধী দলগুলি। রাজ্যে যখন সিপিআইএম কংগ্রেসের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস সেই সময় কেন্দ্রে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়তে তৃণমূলের পাশেই দাড়াচ্ছে সিপিএম এবং কংগ্রেসের। এই দ্বিচারিতাকে মেনে নিতে না পেরে বিজেপিতে যোগ দিলেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিআইএম কংগ্রেস ফরওয়ার্ড ব্লক এর পরাজিত প্রার্থীরা। এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন।

শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন কয়েকশো কর্মী

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কোলকাতা উদ্দেশ্যে র ওনা দিল তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা । বুধবার কোলকাতা গামী বিভিন্ন ট্রেন করে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ইতিমধ্যে কোলকাতার ধর্মতলায় ২১ জুলাই কর্মসূচিতে যোগদান দিতে র ওনা দিয়ে । আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে একটি স্পেশাল ট্রেন করা হয়েছে। সেই ট্রেনে ও প্রচুর কর্মী সমর্থকরা র ওনা দিচ্ছে কোলকাতার উদ্দেশ্যে। বুধবার বিকেলে হ্যামিল্টণগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে কাঞ্চনকন্যা ট্রেনে করে কোলকাতার উদ্দেশ্যে র ওনা দিল তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মমতার বাড়ির সামনে ভুয়া পুলিশ গ্রেপ্তার

কলকাতা ঃ ২১ জুলাইয়ের সভা শুরু হওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে এক সশস্ত্র ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

শুক্রবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির সামনে থেকে এক সশস্ত্র ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কাছে ভোজালিসহ একাধিক অস্ত্র পাওয়া গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশের বোর্ড লাগানো একটি গাড়ি নিয়ে শুক্রবার সকাল থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির খুব কাছে অপেক্ষা করছিল সে। আটক ব্যক্তির নাম শেখ নুর আমিন। তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির কাছ থেকে আইবির আই কার্ড পাওয়া গেছে। বিএসএফএর একটি কার্ডও তার কাছ থেকে পাওয়া গেছে। এই দুইটি কার্ড ছাড়াও তার কাছ থেকে আরো বেশ কিছু সংস্থার কার্ড মিলেছে। পুলিশের সন্দেহ, সবকটি কার্ডই ভুয়া। ওই ব্যক্তিকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিনীত। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কয়েকশ গজের মধ্যে গাড়ি নিয়ে কীভাবে পৌঁছে গেল ওই ব্যক্তি? পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, ২১ জুলাইয়ের সমাবেশের জন্য এই দিন সকাল থেকে বহু ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি দেখতে যাচ্ছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ সেখানে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে সে জন্য আলাদা নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওই গাড়িটি ঘিরে সন্দেহ হওয়ার কারণেই সেখানে তল্লাশি চালানো হয়। এদিকে ঘটনার পর রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ''রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা যখন ব্যাহত হয়, তখন বোঝা যায়, সার্বিকভাবে রাজ্যের কী অবস্থা। কাজে গাফিলতির

জন্য কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং কালীঘাট থানার ওসিকে অপসারণ করা উচিত।''

আদানি ক্যাপিটাল এবং আদানি হাউজিংয়ের ৯০ শেয়ার কিনছে বেইন

কলকাতা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিনিয়োগ সংস্থা বেইন ক্যাপিটাল আদানি ক্যাপিটাল এবং আদানি হাউজিংয়ের ৯০ কিনে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কার্যত প্রতিষ্ঠানটিতে আদানি পরিবারের বেসরকারি বিনিয়োগের পুরোটাই নিয়ে নিচ্ছে বেইন। গৌরব গুপ্তের হাতে অবশ্য আদানি ক্যাপিটালের বাকি ১০ শতাংশের মালিকানা থাকবে এবং তিনি এটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখবেন। আদানি ক্যাপিটাল হচ্ছে আদানি গ্রুপের ননব্যাংকিং আর্থিক সংস্থা যেটি ২০১৭ সালে ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করে। সংস্থাটির জন্য ২১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে বেইন এবং আরো ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ননকনভার্টিবল ডিবেঞ্চার হিসেবে বিনিয়োগ করবে। এমন এক সময় বেইন বিলিয়নিয়ার গৌতম আদানির মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ দেখালো যখন প্রতিষ্ঠানটি অনৈতিক ব্যবসায়িক চর্চার দায়ে সমালোচনার মুখে রয়েছে। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের চতুর্থ ধাপে শেয়ার কেনার বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আদানি ক্যাপিটালকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যাতে সেটি ঋণ দেয়া বাড়াতে পারে বলে জানিয়েছে বেইন। ''আমি অত্যন্ত খুশি যে বেইনের মতো গ্রহণযোগ্য বিনিয়োগকারী এগিয়ে এসেছে যা প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসার পরিধি কয়েকগুণ বাড়াতে সহায়ক হবে,'' বলেন আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি।

ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের নীরবতা নিয়ে সরব জার্মান মন্ত্রী

বার্লিন ঃ তিনদিনের ভারত সফরে এসে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে সরব হলেন জার্মান মন্ত্রী রবার্ট হাবেক।

তিনদিনের ভারত সফরে এসেছেন জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর এবং অর্থমন্ত্রী রবার্ট হাবেক। ডিডাব্লিউকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরো উন্নত করার পরিকল্পনা নিয়েই দিল্লিতে এসেছেন তিনি। এ বিষয়ে একাধিক বৈঠক আছে তার। তবে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে ভারতের অবস্থানে যে জার্মানি খুশি নয়, তা আরো একবার স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। ডিডাব্লিউকে তিনি জানিয়েছেন, ''অনৈতিক ঘটনা যখন ঘটে, তখন নিরপেক্ষ থাকা যায় না। পক্ষ নিতেই হয়।'' ইউক্রেন যুদ্ধে একপক্ষ আক্রমণকারী অন্যপক্ষ আক্রান্ত। নিরপেক্ষ 'সাজতে' গিয়ে কেউ যদি বলে বসে, তারা আক্রমণকারী এবং আক্রান্তের মধ্যে তফাত করে না, তাহলে বুঝতে হবে আসল ঘটনা থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

জার্মান মন্ত্রী জানিয়েছেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক সম্পর্ককে তিনি শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভারতের পক্ষ নেওয়া উচিত। আক্রান্তের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। হাবেকের বক্তব্য, ''অত্যন্ত খুশি হবো, যদি ভারত এবার একটি স্পষ্ট অবস্থান নেয়। রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুখ খোলে। পুটিনের বিরুদ্ধে সরব হয়।''

২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু করার পর থেকে ভারত এবিষয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে। জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো ভোটে তারা অংশ নেয়নি। পশ্চিমা দেশগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞার প্যাকেজ ঘোষণা করেছে,

ভারত তাও সমর্থন করেনি। বরং রাশিয়ার সঙ্গে সমান্তরাল বাণিজ্য চালিয়ে গেছে। রাশিয়া নিয়ে ভারতের অবস্থানে খুশি না হলেও জার্মানি এবং সার্বিকভাবে ইউরোপ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ আরো বাড়াতে চায়। একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর। পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি নিয়ে ভারতের সঙ্গে বেশ কয়েকটি চুক্তি হতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বস্তুত, বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়িয়ে চীনকে কড়া বার্তা দিতে চায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন। ভারতের বাজার বড়। ফলে এশিয়ায় ভারতের সঙ্গে সমান্তরাল বাণিজ্যের রাস্তা খুলে চীনের বিকল্প তৈরি করতে চাইছে ইউরোপ। সে কারণেই ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য এতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে জার্মানি। হাবেকের কথায়, ''চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য অব্যাহত থাকবে। কিন্তু রাশিয়ার যুদ্ধ বুঝিয়ে দিয়েছে, একটি দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। চীনের উপরেও আমরা নির্ভরশীল হতে চাই না।'' ভারতকে যে চীনের বিকল্প বাজার হিসেবে দেখছে জার্মানি, ভাইস চ্যান্সেলরের কথায় তা অনেকটাই স্পষ্ট।

জার্মানি ঃ বক্তব্য থেকে পিছু হটলেন সিডিইউ প্রধান

বার্লিন ঃ জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলের দল সিডিইউর প্রধান ফ্রিডরিশ ম্যার্তস রোববার চরম ডানপন্থি এএফডি দলের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বলে সমালোচনার মুখে পড়েন।

এরপর সোমবার টুইট করে তিনি ঐ বক্তব্য থেকে পিছু হটার ইঙ্গিত দেন।

জেডডিএফ টিভিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ম্যার্তস বলেন, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে 'অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি' বা এএফডির সঙ্গে কাজ করতে তিনি রাজি আছেন। ''যদি কোনো শহর বা পৌরসভায় এএফডির মেয়র নির্বাচিত হন, তাহলে এটা স্বাভাবিক যে, শহরে একসঙ্গে কাজ করা নিশ্চিত করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে,'' বলেন তিনি।

তবে চরম ডানপন্থিদের সঙ্গে কাজের বিষয়টি সিডিইউর আদর্শের পরিপন্থি বলে সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ম্যার্তস।

বাভারিয়া রাজ্যে সিডিইউ দলের সঙ্গী সিএসইউর প্রধান মার্কুস শ্যোডার সোমবার সকালে টুইট করে বলেন, এএফডির সঙ্গে যে কোনো পর্যায়ে যেকোনো সহযোগিতার বিষয়টি তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন। শ্যোডার বলেন, ''এএফডি একটি গণতন্ত্রবিরোধী, চরম ডানপন্থি ও আমাদের সমাজকে বিভক্ত করা দল। এসব আমাদের আদর্শের সঙ্গে মানানসই নয়।''

এরপর ম্যার্তস টুইট করে টিভিতে করা মন্তব্য থেকে পিছু হটার কথা বলেন। ''বিষয়টি আরেকবার স্পষ্ট করে বলতে চাই, এবং আমি এটা কখনও অন্যভাবে বলিনি ঃ সিডিইউর রেজ্যুলেশন মানতে হবে। এএফডির সঙ্গে কোনো সহযোগিতা করা হবে না, পৌরসভা পর্যায়েও নয়।''

এর আগে গত সপ্তাহে আরেকটি মন্তব্য করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন ম্যার্তস। সিডিইউসিএসইউ দলকে তিনি 'অল্টারনেটিভ ফর জার্মানি উপাদান সহ' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

ম্যার্তস এমন সময়ে এসব মন্তব্য করলেন যখন জরিপে দেখা যাচ্ছে, এএফডি দল দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে। ৩০ শতাংশ ভোটারের সমর্থন নিয়ে প্রথম স্থানে আছে সিডিইউ। এরপরেই ২২ শতাংশ সমর্থন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে এএফডি। জার্মানির বর্তমান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎসের এসপিডি দল আছে তৃতীয় স্থানে।

ম্যার্তস রোববার এও বলেন যে, যে ভোটাররা এএফডির দিকে ঝুঁকেছেন তাদের সিডিইউর দিকে নিয়ে আসতে চায় তার দল।

বিএনপি নেতা মিনুর বিরুদ্ধে করা ডিজিটাল আইনের মামলা খারিজ

ঢাকা ঃ বিচারক এএম জুলফিকার হায়েত এ মামলা 'আমলে' নেওয়ার মতো আইনি ভিত্তি নেই বলে তা খারিজের আদেশ দেন।

রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান মিনুর বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা খারিজ করে দিয়েছেন আদালত। সোমবার ঢাকা সাইবার ট্রাইবুন্যালের বিচারক এএম জুলফিকার হায়েত এ মামলা 'আমলে' নেওয়ার মতো আইনি ভিত্তি নেই বলে তা খারিজের আদেশ দেন। বেঞ্চ সহকারী শামীম আল মামুন বিষয়টি দ্য ডেইলি স্টারকে নিশ্চিত করেছেন। আদেশে বলা হয়েছে যে 'ভুক্তভোগী' এই মামলায় অভিযোগকারী হিসেবে দাঁড়াননি, বা তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা আত্মীয়ও ছিলেন না। এতে আরও বলা হয়, এর পরিবর্তে মামলাটি 'ভুক্তভোগী'র দূরের সম্পর্কে একজন দায়ের করেছিলেন। তার এই মামলা দায়ে করার এখতিয়ার নেই। বিচারক আদেশে বলেন, যে ব্যক্তি মামলাটি দায়ের করেন তিনি মিজানুর রহমান মিনুর এই মন্তব্যে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত পাননি। তাই মামলাটি বাতিল করা হলো। রাজশাহী৪ আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের পক্ষে এনামুল হকের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এনা গ্রুপের কর্মকর্তা পারভেজ হোসেন বাদী হয়ে ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলাটি করেন। উল্লেখ্য, গত ১৯ জুলাই রাত ১টায় একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টকশোতে এনামুল হককে মিজানুর রহমান মিনু 'ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি' বলে সম্বোধন করেছেন বলে দাবি করেন পারভেজ হোসেন। এমনকি, এনামুল হক কখনো ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মী ছিলেন না, এখন তিনি আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য।

অনুপস্থিত শিক্ষকদের তালিকা চেয়েছে শিক্ষা বিভাগ

ঢাকা ঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে ২৩ জুলাই রোববার নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকা প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকদের নামের তালিকা চেয়েছে শিক্ষা বিভাগ। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) ঢাকা অঞ্চলের কার্যালয়ের পক্ষ থেকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে সোমবারের (২৪ জুলাই) মধ্যে এই তালিকা দিতে বলা হয়েছে। আর এই চিঠিতে সই করেছেন মাউশির ঢাকা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক এ এস এম আবদুল খালেক।

এমন এক সময়ে এই তালিকা চাওয়া হয়েছে, যখন মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের দাবিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ১১ জুলাই থেকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। এর আগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রীষ্মকালীন ছুটি বাতিল করে গতকাল থেকে ক্লাস শুরুর নির্দেশ দেয় শিক্ষা বিভাগ। তবে দাবি আদায়ের বিষয়ে সুস্পষ্ট আশ্বাস না পাওয়ায় লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যান আন্দোলনরত শিক্ষকেরা। এই পরিস্থিতিতে আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে গতকাল নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকা শিক্ষকদের তালিকা চাইল শিক্ষা বিভাগ। এ বিষয়ে মাউশির ঢাকা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক এ এস এম আবদুল খালেক প্রথম আলোকে বলেন, মাউশির পক্ষ থেকে এক চিঠির মাধ্যমে এই তালিকা চাওয়া হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়। মাঝেমধ্যেই এমন তালিকা চাওয়া হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, এর আগে ১৮ জুলাই মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠান প্রধান ও শিক্ষকদের অনিয়মিত উপস্থিতির কারণে শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ ক্ষুণ্ন হচ্ছে বলে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর। যাতে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন, করোনায় সৃষ্টি শিখন ঘাটতি পূরণ ও শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অধিদপ্তর থেকে পাঁচটি নির্দেশনা দেওয়া হয়। পাঁচ নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি সক্রিয় তদারকি করবে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠান প্রধান কার্যকর ভূমিকা নেবেন কভিড-১৯ অভিমারির কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা, সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কোনরূপ মিথ্যা ও উস্কানীমূলক প্রচারণায় অংশগ্রহণ না করা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে নিরবছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

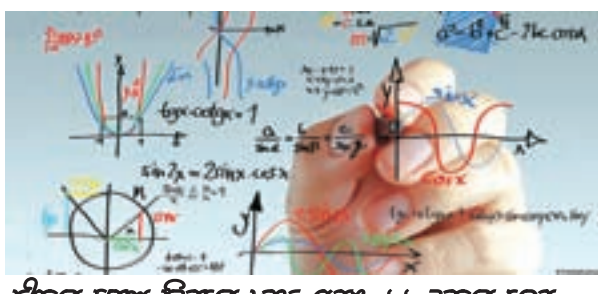

চীনের স্কুলে জিমের ছাদ ভেঙে ১১ জনের মৃত্যু

বেইজিং ঃ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে। স্কুলটি যে কন্ট্রাক্টর বানিয়েছিলেন, তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই চিচিহার শহরেই স্কুলে জিমের ছাদ ভেঙে পড়ে ১১ জন মারা গেছেন। চীনের সরকারি সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, রোববার বেলা তিনটে নাগাদ জিমের ক্রিক্রিটের ছাদ ভেঙে পড়ে। তখন জিমে অনেকে ছিলেন। মোট ১১ জন মারা যান। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপশ্চিম চীনের চিচিহার শহরে। মোট ১৫ জন ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। সোমবার সকাল পর্যন্ত ১৪ জনকে সেখান থেকে বের করা সম্ভব হয়েছে। পাঁরজনকে মৃত অবস্থায় বের করা হয়। বাকি ছয়জনকে চিকিৎসা দেয়ার আগেই তারা মারা যান। ১৬০ জন উদ্ধারকর্মী সেখানে এখন কাজ করছেন। সরকারি সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, নির্মাণকর্মীরা ছাদে পারলাইট লাগিয়েছিল। ক্রমাগত বৃষ্টির ফলে তা আয়তনে অনেকটা বেড়ে যায়। এর ফলে ছাদ ধসে পড়ে। নির্মাণ সংস্থার মালিকদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার সময় সেখানে ১৯ জন ছিলেন। চারজন অক্ষত অবস্থায় বাইরে আসতে পারেন। বাকিরা ঘরের ভিতরে ধ্বসস্তূপের তলায় চাপা পড়ে যান। সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করা উপর থেকে তোলা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, জিমের ছাদ পুরোপুরি ভেঙে গেছে। উদ্ধারকারী দল সেখানে কাজ করছেন।

সম্পাদকীয়

স্পেনে বেশি ভোট ও আসন পেল রক্ষণশীলরা

স্পেনের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সমাজবাদীদের থেকে বেশি ভোট পেল রক্ষণশীল পপুলার পার্টি। রক্ষণশীল পপুলার পার্টির নেতা ফেইকো বলেছেন, তিনি সরকার গঠনের চেষ্টা করবেন। স্পেনের নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। প্রধানমন্ত্রী পেড্রো স্যাঞ্চেজের সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি(পিএসওজেড) ৩১ দশমিক সাত শতাংশ ভোট পেয়েছে। আর দক্ষিণপন্থি রক্ষণশীল পপুলার পার্টি(পিপি) পেয়েছে ৩৩ দশমিক এক শতাংশ ভোট। আসনের হিসাবে ৩৫০ সদস্যের নিম্নকক্ষে পিপি পেতে চলেছে ১৩৬টি এবং পিএসওজেড ১২২টি আসন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ১৭৬টি আসন। এই অবস্থায় যারাই ক্ষমতায় আসবে, তাদের ছোট দলের সঙ্গে জোট করতে হবে। ইতিমধ্যেই অতি দক্ষিণপন্থি ভিওএক্স জানিয়ে দিয়েছে, তারা পিপির সঙ্গে জোট বাঁধতে তৈরি। তাদের কাছে ৩৩টি আসন আছে। তারপরেও সাতটি আসন কম পড়ছে। যদি অতি দক্ষিণপন্থি ও তৃতীয় কোনো দলের সঙ্গে জোট বেঁধে পিপি সরকার গঠন করে, তাহলে ১৯৭০ সালের পর আবার অতি দক্ষিণপন্থিরা সরকারের অংশ হবেন। প্রধানমন্ত্রী স্যাঞ্চেজের দাবি, তার দল গতবারের থেকে বেশি ভোট ও আসন পেয়েছে। তিনি জয়ী। প্রধানমন্ত্রী স্যাঞ্চেজের দাবি, তার দল গতবারের থেকে বেশি ভোট ও আসন পেয়েছে। তিনি জয়ী। সমাজবাদীদের সমর্থন করছিল ১৫টি বামপন্থি দলের জোট। তারা ৩১টি আসন পেয়েছে। ফলে সমাজবাদী ও বামপন্থি মিলিয়ে ১৫৩টি আসন হচ্ছে। ছোট দলগুলি মূলত আঞ্চলিক পার্টি। এর আগে দুইটি ক্যাটালান স্বাধীনতাপন্থি দল প্রধানমন্ত্রী স্যাঞ্চেজকে সমর্থন জানিয়েছিল। তাদের এবার শক্তি আগের তুলনায় কমেছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তারা কিংমেকারের ভূমিকা নিতে পারে। স্যাঞ্চেজ আবার প্রধানমন্ত্রী হতে চাইলে তাদের সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী স্যাঞ্চেজ এবং পিপির নেতা দুজনেরই দাবি তারা জিতেছেন। পিপি নেতা ফেইকো বলেছেন, ''যে দল সবচেয়ে বেশি আসন জিতেছে, তাদের নেতা হিসাবে আমার সরকার গঠনের চষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি।'' দলের সদরদপ্তরে এসে স্যাঞ্চেজ বলেছেন, তারাই জিতেছেন। কারণ, গতবারের তুলনায় তার দল বেশি ভোট ও আসনে জিতেছে। দক্ষিণপন্থিরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। তারা গত চার বছর ধরে সব প্রগতিশীল কর্মসূচির বিরোধিতা করেছে। এই ভোট হওয়ার কথা ছিল ডিসেম্বরে। কিন্তু স্যাঞ্চেজ তা এগিয়ে এনেছিলেন, কারণ, পুর নির্বাচনে বামপন্থিরা শোচনীয় ফল করেছিল। এভাবে তিনি বিরোধীদেরও বিপাকে ফেলতে চেয়েছিলেন।

সন্দেহ মৃত্যু হলে ডাক্তাররা মার খান, মার খেলে ধর্মঘট

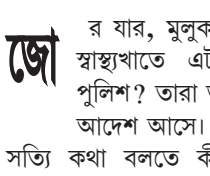

গৌতম হোড়
প্রাবন্ধিক

জো র যার, মুলুক তার। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যখাতে এটাই চেহারা। আর পুলিশ? তারা তখনই সক্রিয়, যখন আদেশ আসে।

সত্যি কথা বলতে কী, ভারতে কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কারো নয়। খবরের কাগজ খুললে হামেশাই দেখতে পাবেন, ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে, কখনো অবহেলায় হয়েছে। ফলে রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতাল বা নার্সিং হোম ভাঙচুর করেছে। মাস কয়েক আগে গাইঘাটার ঘটনাই দেখুন। পায়ে ব্যথা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে একজন রোগীকে বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছিল। তাকে পাঁচ দিনের প্যাকেজ দেয়া হয়। তারমধ্যে কলকাতা থেকে ডাক্তার দেখবেন এমন কথাও থাকে। পরে সেই রোগীকে দামী ইঞ্জেকশন দেয়ার জন্য টাকা চাওয়া হয়। বারবার চাওয়ায় রোগীর পরিবারের সন্দেহ হয়।

তারা নার্সিং হোমে যান। তাদের প্রথমে ঢুকতে বাধা দেয়া হয়। পরে তারা জোর করে ঢুকে দেখেন রোগী মারা গেছেন। যে ডাক্তারের চিকিৎসা করার কথা ছিল তিনি একবারের জন্যও আসেননি বলে অভিযোগ। কী বলবেন এই ঘটনাকে? এরপরও রোগীর আত্মীয়রা উত্তেজিত হবেন না? এরপর পুলিশে অভিযোগ করা হয়। পুলিশ তদন্ত করে। তারপরের ঘটনা জানা নেই। সবই তো ধামাচাপা পড়ে যায়। আমাদের এই উপমহাদেশে তো সব জিনিসের জন্য আলাদা ওষুধ আছে। ব্যবস্থা আছে। দাম আছে। উত্তর ভারতে একটা বিখ্যাত কথা আছে, বাংলায় তাকে বলে 'জোগাড়'। সবকিছুরই তো জোগাড় হয়ে যায়। কখনো পকেটে বেশি টান পড়ে কখনো কম। ফলে চিন্তা কীসের!

তা জোগাড়ের দেশে সবই চলে। ভুল চিকিৎসায় মানুষ মারা যান (পরিসংখ্যান বলছে,বিশ্বে বছরে ২৬ লাখ মানুষ এভাবেই মারা যান)। ভুল হতেই পারে। চিকিৎসকরা মানুষ। তাদের রোগলক্ষণ বুঝতে ভুল হতে পারে। ওষুধ দিতে ভুল হতে পারে। সেই ভুল ইচ্ছাকৃত নয়। আবার চিকিৎসা না করে ফেলে রাখা, টাকা নেয়ার জন্য সমানে নানা ধরনের ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়ে যাওয়া, তারপর অবহেলা, এ সব তো ইচ্ছাকৃত ভুল। তারও তো দায় কেউ নেয় না।

আর শাস্তি দিলেও তা কি গুরুতর হয়? গত মার্চে অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর পর মেডিকেল কাউন্সিল ছয় মাসের জন্য ডাক্তারের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করেছিল।

অন্যদিকে রোগীর আত্মীয়দের ব্যবহারও তেমনই। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বড় চিকিৎসক ধর্মঘট হয়েছিল ২০১৯ সালে। কলকাতার সরকারি হাসপাতাল এনআরএসে। ট্যাংরা অঞ্চলের একজন রোগীর মৃত্যুর পর তার আত্মীয় ও পাড়ার লোক এসে দুইজন জুনিয়র ডাক্তারকে বেধড়ক মারে। ব্যাপক ভাঙচুর করে। তারপর জুনিয়র ডাক্তাররা ধর্মঘট শুরু করে দেন। এনআরএসের পাশাপাশি এই আন্দোলন অন্য হাসপাতালে ছড়িয়ে

পড়ে। শুরু হয় কর্মবিরতি। অনেক রোগীকে ছেড়ে দেয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কড়াভাবে মোকাবিলা করতে চান। চরমসীমা দেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি ঘোষণা করেন, প্রতিটি সরকারি হাসপাতালে একজন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনারের নেতৃত্বে পুলিশ দল থাকবে। কোনো অসুবিধা হলে তারা হস্তক্ষেপ করবে। তারপর ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। চিকিৎসকদের পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতির পর ধর্মঘট ওঠে। রোগীর আত্মীয় ও বন্ধুপ্রতিবেশীরা ট্রাক ভর্তি করে এনআরএসে এসে জুনিয়ার ডাক্তারদের মেরেছিল। ভাঙচুর করেছিল। কোনো সন্দেহ নেই, প্রিয় মানুষের মৃত্যু খুবই শোকাবহ এবং ধাক্কা লাগার মতো ঘটনা। কিন্তু তার জেরে সন্দেহের বশে দলবল নিয়ে এসে ডুনিয়র ডাক্তারদের মারা হবে, এটাই বা কোন দেশি নিয়ম? আর সেই মারে দুইজন জুনিয়র ডাক্তার গুরুতর আহত হওয়ার পর কলকাতার সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা থামিয়ে দেওয়াটাই বা কীরকম আন্দোলন?

জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি, তারা এই আন্দোলনে না গেলে, তাদের শুধু মারই খেতে হত। যেহেতু তারা হাসপাতালে সকলের নাগালের মধ্যে থাকেন, তাই যাবতীয় ঝড়ঝাপটা তাদের সামলাতে হয়। কিছু হলেই রোগীর আত্মীয়রা তাদের মারধর করে। এরপর এককাট্টা হয়ে প্রতিবাদ না করলে তাদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ হবে। কারণ, এই সব ঝামেলা হলেই তার সঙ্গে রাজনীতি ঢুকে পড়ে, তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় স্থানীয় স্বার্থ। তাই তারা চরম অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। জুনিয়র ডাক্তারদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু আন্দোলনের ক্ষেত্রে তারা এককাট্টা।

আবার সরকারি হাসপাতাল মানে তো দালালচক্র। সরকারি হাসপাতাল মানে তো সাধারণত ক্ষমতাশীল দলের শক্ত জমি। সরকারি হাসপাতাল মানে একগুচ্ছ বেনিয়মের অভিযোগ। আর বেসরকারি হাসপাতালের অধিকাংশই রোগী ও তাদের আত্মীয়দের শোষণ করার যন্ত্র। ফলে সাধারণ মানুষের রাগ হওয়াটাও তো অস্বাভাবিক নয়। আর এখন কোথাও কিছু হলে তো আগে হাত চলে, ছুরি চলে, বোমা চলে, গুলি চলে, মারধর তো খুব সাধারণ ঘটনা। একটা বারুদের স্তূপের উপর বসে থাকা সমাজ ও তার অধিবাসীরা। সামান্য সংঘাতেই ফুলকি বের হয়।

ফলে হাসপাতালে, ডাক্তারদের মারধর যেমন আছে, তেমনই দুর্নীতি, বেনিয়ম, রোগীদের অর্থ নেয়ার নানান ফিকির, দালালচক্র সবই আছে। ফলে কোন অন্যায় থেকে যে কোন অন্যায়ের জন্ম হয় তা বলা মুশকিল। ২০২২-এর শেষদিকের ঘটনা। মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়ারা আমরণ অনশন শুরু করলেন। দাবি, তাদের ছাত্র সংগঠনের নির্বাচন যথাসময়ে করতে হবে। ১২দিন ধরে অনশন চললো। এর ফলে চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটলো। সেখানে তিন পক্ষ ছিল। পড়ুয়া, রাজ্য সরকার এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ। তালি বাজতে গেলে অন্তত দুইটি হাত তো দরকার।

তাই বলে কি এখানে চিকিৎসকদের গ্রেপ্তার করা হয় না? হয়। ২০১১ সালে আমরি হাসপাতালে ভয়াবহ আগুন লেগেছিল। তাতে পুড়ে মারা গিয়েছিলেন ৮৯ জন। তারপর মালিল ও ম্যানেজারদের গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১২তে তারা অবশ্য জামিন পেয়ে যান। এক দশক ধরে আইনি লড়াই করে মৃতদের আত্মীয়রা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন।

আমরির ঘটনা তো ভয়ংকর। তাছাড়া খুঁজলে একদুজনকে ধরা হয়েছে, এমন নিদর্শন পাওয়া যাবে, কিন্তু তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। প্রথমত, ডাক্তারদের গ্রেপ্তার করাই বা হবে কেন? তার জন্য অভিযোগ চাই, প্রমাণ চাই। তাছাড়া ডাক্তারদের সংগঠনও খুব প্রভাবশালী। আর ডাক্তারদের কেই বা চটাতে চায়। পুলিশ থেকে মন্ত্রী সকলেরই তো তাদের দরকার হয়।

তাহলে সবমিলিয়ে ঘটনা কী দাঁড়ালো? এককথায়, যাদের যা ইচ্ছে, তারা তা করছে। যাদের যেখানে শক্তি, তারা সেখানে রাজা। বেসরকারি হাসপাতালগুলি রোগীদের কাছ থেকে কতটা টাকা নেয়া যায়, সেই ধান্ধায় থাকে। সেখানকার চিকিৎসকরাও তাদের সাহায্য করেন বলে হামেশা অভিযোগ ওঠে। রোগীর আত্মীয়রা কিছু হলেই আইন নিজের হাতে তুলে নেন। সরকারি হাসপাতালে হয় দাদাকে ধরতে হয় অথবা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক মহলে উঁচু পদে পরিচিত কেউ থাকা চাই। তারা বললে, ভর্তি থেকে শুরু করে চিকিৎসা সবই হবে। না হলে..থাক সে কথা। কিছুদিন আগেই সরকারি হাসপাতালে দালালচক্র নিয়ে তৃণমূলের সাবেক মন্ত্রী মদন মিত্র পর্যন্ত সোচ্চার হয়েছিলেন। একসময় অবশ্য অভিযোগের আঙুল তার দিকে ছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসাক্ষেত্রের কথাও মহাভারতসমান। তাতে সাসপেন্স আছে, দুর্নীতি আছে, মারামারি আছে, ট্রাজেডি আছে, আন্দোলন আছে, সিস্টেম ভাঙার ডাক আছে, আবার সবই সেই সিস্টেমে চলে যাওয়ার কাহিনি আছে।

তা এর মধ্যে জুনিয়র ডাক্তাররা মার খাবেন, সব বন্ধ করে দেবেন, রোগীর আত্মীয়রা তাদের দাদাগিরি দেখাবেন এ আর বেশি কথা কী? এ সব তো প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে। যা দেখা যাচ্ছে না, সেটা হলো, প্রদীপের তলায় বড়ই অন্ধকার।

সাময়িকী

অনিয়মিত অভিবাসন রুখতে সম্মেলন ইটালির

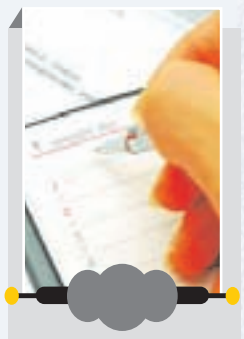

ভুবন
কলামিস্ট

ভূমধ্যসাগরীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো থেকে ইউরোপে পৌঁছাতে চাওয়া অভিবাসীদের আটকানোর উপায় বের করতে রোমে বৈঠক করছে। রোববার ইটালি অনিয়মিত অভিবাসন প্রবাহ আটকানোর উপায় খুঁজতে ভূমধ্যসাগরীয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আযোজন করছে। ইটালির সরকার একটি বিবৃতিতে বলেছে, সম্মেলনের লক্ষ্য হলো অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করা, মানবপাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার একটি নতুন মডেলের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচার করা। সম্মেলনটি প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনির উদ্যোগে সংগঠিত হয়েছে বলে সরকারের তরফে জানানো হয়েছে। ২০২২ সালে নির্বাচনী প্রচারের সময় তিনি দেশে অভিবাসীদের আগমন ও অবস্থান বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। রোমে অনুষ্ঠিত হওয়া উন্নয়ন ও অভিবাসন বিষয়ক এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানকারীদের সম্পূর্ণ তালিকা জানা যায়নি। তবে টিউনিশিয়ার প্রেসিডেংট কাইস সঈদের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডানপন্থি প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি। মেলোনির প্রশাসন আইন পাস করে ভূমধ্যসাগরে অভিবাসী উদ্ধারকারী মানবিক জাহাজগুলিকে আটকানোর চেষ্টা করেছে। দেশটির নতুন এই আইনের কারণে ভূমধ্যসাগরে একটি উদ্ধার অভিযান শেষ করার পরই কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত বন্দরে চলে যেতে হয়। এর ফলে সমুদ্রে আরো অনেক মানুষের জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ছে। ইটালির কর্তৃপক্ষ উদ্ধারকারী জাহাজগুলিকে কয়েকশ কিলোমিটার দূরের বন্দরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মেলোনি বলেছেন, দাতব্য সংস্থার জাহাজগুলো অভিবাসীদের ক্ষেত্রে ফেরি বোট হিসাবে যাতে কাজ না করে, তা দেখতেই এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। ইউরোপীয় কমিশনে এবং ইটালি টিউনিশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। যদি দেশটি অভিবাসীপ্রবাহ আটকাতে ব্যবস্থা নেয়, তাহলে দু তরফেই তাদের অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কারণ টিউনিশিয়া ভূমধ্যসাগরীয় পথে ইউরোপে আসা অভিবাসীদের একটি প্রবেশদ্বার। গত সপ্তাহে ইইউ , টিউনিশিয়ার সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এরমধ্যে রয়েছে দেশটির জন্য প্রস্তাবিত ৯০০ মিলিয়ন ইউরো অর্থনৈতিক সহায়তা প্যাকেজে। এ ছাড়া আরো ১৫০ মিলিয়ন ইউরো তাৎক্ষণিক বাজেট সহায়তার কথা বলা হয়েছে। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রমের জন্য আরো ১০৫ মিলিয়ন ইউরো অর্থায়নের কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা আইওএমের পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৩ সালে এ পর্যন্ত ইউরোপে এক লাখ ৯ হাজার ৬৮৮ জন প্রবেশ করেছে। দুই হাজার ১৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বা নিখোঁজ রয়েছেন। ২০২২ সালে এক লাখ ৮৯ হাজার ৬২০ জন অভিবাসী ইউরোপে এসেছেন। দুই হাজার ৯৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বা নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

জার্মানিতেও ডাক্তারেরা ধর্মঘট ডাকেন, তবে বিচারে বাধা দিতে নয়

জানা অজানা

মাইক্রোচিপ তৈরির কেন্দ্র জার্মানির যে শহর

জার্মানিতে মাইক্রোচিপ তৈরির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ড্রেসডেন। বিশ্বের নামিদামি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সেখানে চিপ উৎপাদন করছে। তবে বৈশ্বিক বাজারে আরো এগিয়ে যেতে শহরটির অনেক দক্ষ কর্মী প্রয়োজন। ড্রেসডেনে ভবিষ্যতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছে মাইক্রোচিপ। 'সিলিকন সাক্সনি' নামে পরিচিত জার্মানির পূর্বাঞ্চলের এই এলাকায় ২০০৯ সাল থেকে উচ্চপ্রযুক্তির মাইক্রোচিপ বানাচ্ছে মার্কিন কোম্পানি গ্লোবালফাউন্ডরিজ। এবং এটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয়। ড্রেসডেনে গ্লোবালফাউন্ডরিজ বিভিন্ন বয়সি দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকা ছাড়াও ৪৫ দেশের মানুষ কাজ করে প্রতিষ্ঠানটিতে। যেমন ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার অনেকে রয়েছেন। লিন্ডারটি পুরোয়ানিংসি এখানে গত কয়েকবছর ধরে কাজ করছেন। তিনি বলেন, ''অনেক মেধাবী মানুষের সঙ্গে কাজ করছি আমি। প্রতিদিনই মনে হয় আমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে। অন্য কোথাও কাজ করলে এই বিষয়টি হয়ত মিস করবো।''

একটি সিলিকন ওয়েফারে বিশ হাজারের মতো সেমিকন্ডাক্টর চিপ রাখা যায়। ড্রেসডেন ছাড়াও সিঙ্গাপুর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠানটির কারখানা রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে দক্ষ কর্মীর চাহিদা এবং সেমিকন্ডাক্টর ভর্তুকির বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটি সচেতন। এ ধরনের একটি ফ্যাক্টরি গড়তেই খরচ হয় পাঁচ বিলিয়ন ইউরো। সেমিকন্ডাক্টর ডিজাইনার রেসিক্সসহ অনেক প্রতিষ্ঠান ড্রেসডেন টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা বিদেশিদের নিয়োগ দিচ্ছে। তারা আশাবাদী যে, এই অঞ্চল চিপ উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হবে। রেসিক্সের কর্মী লাউরা এরনান্দে বলেন, ''এখানে গ্লোবালফাউন্ডরিজ রয়েছে, রয়েছে বিভিন্ন ডিজাইন প্রতিষ্ঠান, রয়েছে বিভিন্ন স্টার্টআপ, যেগুলো এই প্রযুক্তি, অর্গানিক সেমিকন্ডাক্টর, এবং অন্যান্য বিষয় ডিজাইন করছে। ফলে সিলিকন সাক্সনিতে নানাকিছু করার সুযোগ রয়েছে। আর ড্রেসডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব বিষয় শেখানো হচ্ছে সেগুলোর সঙ্গে এসব বেশ মানানসই।''

চিকিৎসক এবং চিকিৎসা খাতের সঙ্গে সম্পৃক্তরা জার্মানিতেও ধর্মঘট ডাকেন। এটা তাদের অধিকার। তবে ধর্মঘটগুলোতে কোনো একক ব্যক্তিকে রক্ষার চেয়ে সামগ্রিক নীতি পরিবর্তনের দিকে মনোযোগ থাকে।

জার্মানির স্বাস্থ্যসেবা খুবই ভালো। সহজে আধুনিক চিকিৎসা পাওয়া যায়। প্রায় সব নাগরিক স্বাস্থ্যবীমার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মূল চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথাও তেমন একটা শোনা যায় না। সরকারি এবং বেসরকারি স্বাস্থ্যবীমার মধ্যে সেবার মানে একটু তারতম্যের কথা অবশ্য শোনা যায়, কিন্তু সেটার প্রভাব সামগ্রিক চিকিৎসার উপর পড়ে না। তারতম্যটা একটু খোলসা করি। সাধারণ হিসেবে জার্মানিতে একজন চাকুরিজীবীকে তার বেতনের ১৫ শতাংশ দিতে হয় স্বাস্থ্যবীমা হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে এই অর্থ পুরোটাই বা সেটির অর্ধেক তার চাকুরিদাতা দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সরকারি যে বীমা ব্যবস্থা তাতে আপনার মাসিক বেতনের ১৫ শতাংশের মতো স্বাস্থ্যবীমা প্রতিষ্ঠানটি পাবে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যারা কাজ করছেন না, তারাও এই বীমার অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। বাড়তি কোনো পয়সা দিতে হবে না সেজন্য।

একইভাবে বেসরকারি স্বাস্থ্যবীমাও রয়েছে। যাদের বেতন একটু বেশি এবং যারা বয়সে নবীন তাদেরকে বেসরকারি স্বাস্থ্যবীমা নিতে বেশ উৎসাহিত করা হয়। বেসরকারি স্বাস্থ্যবীমায় কিছু বাড়তি সুবিধা মেলে। যেমন আপনি হাসপাতালে গেলে একাই একটি কেবিনে থাকতে পারবেন, কারো সাথে শেয়ার করতে হবে না। কিংবা বাড়তি খাবার পাবেন, যখন ইচ্ছা তখন খাবার এনে খেতে পারবেন। সেজন্য বাড়তি পয়সা গুণতে হবে না। বিশেষায়িত চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্টও দ্রুত পাবেন। তবে এই বীমার ক্ষেত্রে পরিবারের বেকার সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাড়তি অর্থ গুনতে হবে। এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বীমার মাসিক কিস্তির পরিমানও বাড়তে পারে। জার্মানির স্বাস্থ্যসেবা ভালো হওয়ার পেছনে চিকিৎসক, সেবিকাদের দক্ষতার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবীমার ভালো ভূমিকা রয়েছে বলা যায়। অন্তত এ খাতে অর্থের অভাবের কথা তেমন একটা শোনা যায় না। কিন্তু তারপরও সমস্যা হয়। আর সেই সমস্যা সমাধানে অনেক সময় ধর্মঘটও ডাকেন স্বাস্থ্যখাত সম্পৃক্তরা।

গত দুই দশকের সংবাদপত্র ঘেঁটে জার্মানিতে চিকিৎসক ও সেবিকাদের ধর্মঘটের কয়েকটি নজির পেলাম। ২০০৫ সালে জার্মানির দুই রাজ্যের ১৪০০ চিকিৎসক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। তারা তাদের বেতন বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন। কারণ সেসময় ইংল্যান্ডে চিকিৎসকেরা জার্মানিতে চিকিৎসকদের তুলনায় দ্বিগুণ বেতন পেতেন বলে দাবি ছিল ধর্মঘটকারীদের।

২০০৬ সালেও জার্মানিতে একইরকম ধর্মঘট ডাকেন চিকিৎসকরা। সেটিতে সায় দিয়েছিলেন ২২ হাজারের মতো চিকিৎসক। তাদের দাবি ছিল কাজের পরিবেশ উন্নত করার এবং সামগ্রিকভাবে চিকিৎসকদের বেতন ৩০ শতাংশ বাড়ানোর। সেসময় এটাও বলা হয়েছিল যে অনেক চিকিৎসক জার্মানি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কারণ ইউরোপের কেন্দ্রের দেশটিতে চিকিৎসকেরা ভালো বেতন পাচ্ছেন না। ২০১০ সালেও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করেছেন কিছু চিকিৎসক। শুধু চিকিৎসকেরাই নন, নার্স এবং ফার্মাসিস্টরাও নানা সময় ধর্মঘট করেছেন। সর্বশেষ গত মে মাসেও এরকম ধর্মঘট হয়েছে। তবে, সবক্ষেত্রে জরুরি চিকিৎসার সুযোগ যাতে অব্যাহত থাকে সেটা রক্ষা করেই ধর্মঘট পালন করা হয়েছে।

জার্মানির স্বাস্থ্যখাতের ধর্মঘটগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে মূলত বেতন বৃদ্ধি, কাজের পরিবেশ উন্নত করা আর বাড়তি চাপ কমানোর দাবিতে আন্দোলন করেছেন এখাতের সঙ্গে সম্পৃক্তরা। কিন্তু কারো অপরাধ বা কোনো অপরাধের বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে কি ধর্মঘট ডেকেছেন তারা?

গত কয়েক দশকে রোগীকে মেরে ফেলার দায়ে একাধিক চিকিৎসক এবং সেবিকা বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন এবং সেসব ঘটনা গোটা জার্মানিতেই আলোড়নও সৃষ্টি করেছিল। জার্মানির রাজধানী বার্লিনের বিখ্যাত চ্যারিটে হাসপাতালের একজন কার্ডিওলজিস্টকে মে মাসে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ হচ্ছে ২০২১ এবং ২০২২ সালে গুরুতর অসুস্থ দুই রোগীকে কড়া ডোজের সেডেটিভ দিয়েছিলেন তিনি। সেই দুই রোগীই মারা গেছেন।

পরবর্তীতে হাসপাতালের অভিযোগের ভিত্তিতে সেই চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।২০২১ সালে ৫২ বছর বয়সি এক নারী নার্সকে ১৫ বছর কারাদণ্ড দিয়েছিল জার্মানির একটি আদালত। তিনি পস্টডামের একটি সেবাকেন্দ্রে চার প্রতিবন্ধীকে হত্যা করেছিলেন। আরো তিনজনকে হত্যার চেষ্টা করলেও সফল হননি। ২০১৯ সালে আরেক সেবিকাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন জার্মানির আদালত। ২০০০ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৮৫ জন রোগীকে প্রাণঘাতী ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করেছিলেন তিনি।

পাঠকের চিঠি

টাকার গরম...

কেউ কেউ বলেন... অর্থই অনর্থের মূল।কেউ কেউ বলেন... টাকা নেই তো সবই ফাঁকা।আসলে বেঁচে থাকতে গেলে টাকা বা অর্থের প্রয়োজন।টাকা না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারবো না,না পরিবারের কাজ,না সমাজের কাজ,না দেশের কাজ,না ধর্মের কাজ।আবার যদি বেশি টাকা বা অর্থ হয়ে যায় তাহলে শক্তির অহংকার হয়।ধনের অহংকার হয়।ধরা কে সরা জ্ঞান করে।অর্থের অপব্যবহার করে।অকাজ ,কুকাজ ও কুকর্ম করে।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন,,সংসার প্রতিপালন করার জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন তা সৎ উপায়ে অর্জন করবে এতে কোনো দোষ নেই।আর অর্থ বেশি হয়ে গেলে ও টাকা বেশি হয়ে গেলে শরীর গরম হয়ে যায় তাতে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে।এমনকি প্রাণ নাশ ও হয়ে থাকে।এই প্রসঙ্গে কথামৃতের একটা গল্প মনে পড়ে গেল।এক হাতী প্রতিদিন জঙ্গল থেকে এক পুকুরে জল পান করতে যেত।পুকুরের পাড়ে এক গর্তে এক ব্যাঙ থাকতো।হাতী যখন আসতো তখন হাতী কে দেখে ব্যাঙভয়ে গর্তে ঢুকে যেতো।একদিন ব্যাঙ টি একটি রুপোর টাকা পায়।তাতে ব্যাঙের শরীর গরম হয়ে যায়।সেদিন যখন হাতী পুকুরে জল পান করতে আসে সেদিন কিন্তু ব্যাঙ ভয়ে গর্তে আর লুকোয় নি।উপরন্তু হাতী কে আসতে দেখে তাকে গর্ব ভরে লাথি দেখায়।হাতী ব্যাঙের এই পরিবর্তন ও আচরণ দেখে হতবম্ব হয়ে যায়।সে ব্যাপার কি জানার জন্য ব্যাঙের কাছে যায় ও দেখে তার কাছে একটা রুপোর টাকা আছে।হাতী বুঝে নিলো ব্যাঙের টাকার গরম হয়েছে তাই আমাকে আজ লাথি দেখাচ্ছে।এই বলে হাতী পা দিয়ে ব্যাঙের ভবলীলা সাঙ্গ করলো।এই হলো অর্থই অনর্থের মূল।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। **নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী*** ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by **Rajat Kumar Gupta** and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : **Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee** * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) **RNI Registration : JHABEN 00015** email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সাধারণ সভায় জমির মালিকরা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সমর্থনে সিদ্ধান্ত নেন

যে কোনো পরিস্থিতিতে কোম্পানি নিয়োজিত হবে, বেকারত্ব এলাকা থেকে পালিয়ে যাবে ঃ রায়তদার

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খারসনা জেলার নিমডিহ ব্লকের সুডিডিহ, গৌরডিহ, সাঙ্গিডা, আদারডিহ, নিমডিহ, রঘুনাথপুর এবং কেতুঙ্গা মৌজায় বসবাসকারী জমির মালিকরা এসএম স্টিল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সমর্থনে রঘুনাথপুর ফরেস্ট রেস্টরুম পরিসরে একটি জনসভার আযোজন করেন। সাধারণ সভায়, সমস্ত রায়তদাররা তাদের আওয়াজ তুলে বলেন যে কোম্পানী যে কোনও পরিস্থিতিতে নিযুক্ত থাকবে, বেকারত্ব এলাকা থেকে পালিয়ে যাবে। এ সময় অর্ধ ডজন গ্রামের গ্রামবাসী জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন আদারডিহ পঞ্চায়েত মুখিয়া সুভাষ সিং, উপ মুখিয়া হাকুম কুমার, গৌরডিহ পঞ্চায়েত মুখিয়া প্রতিনিধি খগেন্দ্র নাথ মুদি, রঘুনাথপুর গ্রামপ্রধান বৈদ্যনাথ মাহতো, আদারডিহ গ্রামপ্রধান শ্যামাপদ কুমার, সাঙ্গিডা গ্রাম প্রধান তপন কুমার মাহতো, নিমডিহ গ্রাম প্রধান শ্যামল চন্দ্র মাহতো, সুরজিৎ কুমার মাহতো, সুরজিৎ কুমার মাহতো, নবনী মাহতো, ভক্ত রঞ্জন মন্ডল প্রমুখ গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

জেলা প্রশাসককে চিঠি দেওয়া হবে

জেলা প্রশাসককে গ্রামবাসীর দেওয়ার জন্য চিঠিতে লেখা হয়েছে, তারা চাকরি দেওয়ার শর্তে কারখানা স্থাপনের জন্য স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছেন এবং বাকি জমি এখনও দিচ্ছেন। গত করোনার সময়ে এখানকার শত শত যুবকযুবতী বাইরে কাজ করছিলেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তারা বাড়ি ফিরেছে। এলাকার বেকার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে আমরা সবাই জমি দাতারা কোম্পানিকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা কোম্পানিকে যে জমি দিয়েছি এবং দিচ্ছি, তার অর্ধেক জমি এমন যেখানে কখনো ফসল হয় না। এই এলাকার হাজার হাজার যুবকযুবতী প্রতিদিন জামশেদপুর, আদিত্যপুর, গামহারিয়া প্রভৃতি এলাকায় কাজ করতে যান। এলাকার শত শত যুবকযুবতী আজও রাজ্যের বাইরে কাজে গিয়েছেন। এলাকার করুণ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামসভা ডেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এখানে একটি কারখানা স্থাপন করা প্রযোজন।

চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে যে বর্তমানে দুচারজন ব্যক্তি গ্রামসভার ব্যানারে জামশেদপুর, পাটমাদা, তামার ইত্যাদি জায়গা থেকে কিছু লোক এনে সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে আংেদালন করছে। এই লোকদের সমর্থনে, কোম্পানিটি স্থাপনকারী জায়গার মালিক বা গ্রামপ্রধান কেউই নেই। বেকার যুবকদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি রেখে জমির মালিকের সমর্থন ছাড়াই পরিচালিত এই ভিত্তিহীন আন্দোলনের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যাতে শান্তিপূর্ণভাবে কারখানা স্থাপনের পর বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান দেওয়া যায়। চিঠির একটি অনুলিপি মহকুমা আধিকারিক চান্ডিল, সার্কেল অফিসার নিমডিহ, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিমডিহ, থানা প্রভারী নিমডিহকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগামী ২৬ আগস্ট অসম মেঘালয় যুক্ত আঞ্চলিক কমিটির ডিমরিয়ার বিবাদিত অঞ্চল সফরের সিদ্ধান্ত, ২৫ আগস্ট পুনরায় এই কমিটির বৈঠকের দিন ধার্য

আলোচনা গোপনীয় বলে মন্তব্য মন্ত্রী অতুল বরার
সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বহু বছর ধরে অসম এবং মেঘালয় সীমান্ত বিবাদ অব্যাহত রয়েছে। দুই রাজ্যের সীমানা বিবাদকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে একাধিক হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে এক্ষেত্রে সমস্যায় ভুগছেন সীমান্ত এলাকাবাসী। তবে অবশেষে এক্ষেত্রে সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করার স্বার্থে এগিয়ে এসেছে দুটি রাজ্য। আগামী ২৬ আগস্ট ডিমরিয়ার বিবাদিত অঞ্চল সফর করবে অসম মেঘালয় যুক্ত আঞ্চলিক কমিটি। এক্ষেত্রে কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানালেন মন্ত্রী অতুল বরা। তিনি বলেন এই সফরের আগে আগামী ২৫ আগস্ট আঞ্চলিক কমিটির ফের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য অসম এবং মেঘালয় সীমান্ত এলাকার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। এর আগে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরেড সাংমার নেতৃত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই বৈঠকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুটি রাজ্যের আঞ্চলিক কমিটি গুলো যৌথভাবে বিতর্ক থাকা সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করে এর সমাধানে সূত্র বের করবে। তাছাড়া দুই রাজ্যের আঞ্চলিক কমিটির মধ্যে বিভিন্ন দফায় আলোচনা হওয়ার ক্ষেত্রেও ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দুই রাজ্যের মধ্যে থাকা বারটি বিবাদীতা এলাকার মধ্যে ছটি এলাকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বাকি থাকা ছয়টি এলাকার বিবাদ সমাধান করার উদ্দেশ্যেই দফায় দফায় আঞ্চলিক কমিটি গুলোর বৈঠক অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

গুয়াহাটি মহানগরের কইনাধরা স্থিত অসম সরকারের গেস্ট হাউসে দুই রাজ্যের যুক্ত আঞ্চলিক কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে অসমের তরফে মন্ত্রী অতুল বরা এবং মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রিস্টন তাইসং এর নেতৃত্বে দুটি রাজ্যের আঞ্চলিক কমিটি গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছে। এই বৈঠকে মূলত মেঘালয়ের রিভয় জেলা এবং কামরূপ মেট্রো জেলার বিবাদিত এলাকা গুলোর সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মেঘালয় সরকারের তরফ দুই রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় থাকা ডিমরিয়া সেক্টর, বরদুয়ার সেক্টর এবং ননগোমৌটামুর সেক্টরের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে। এই সেক্টরগুলো মেঘালয়ের রিভয় জেলার অন্তর্গত বলে দাবি উত্থাপন করেছে মেঘালয় সরকার।

অসমের মন্ত্রী অতুল বরা বলেন এদিন দুই রাজ্যের মধ্যে আঞ্চলিক কমিটি গুলোর মধ্যে ইতিবাচক আলোচোনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুই রাজ্যের সীমা সমস্যা সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অসম সরকার এক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী অতুল বরা জানান আগামী ২৬ আগস্ট ডিমরিয়ার বিবাদিত অঞ্চল সফর করবে অসম মেঘালয় যুক্ত আঞ্চলিক কমিটি। এক্ষেত্রে কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিবাদিত এলাকায় সফর করে দূর রাজ্যের আঞ্চলিক কমিটি গ্রাউন্ড রিয়েলিটি তদারক করবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এই সফরের আগে আগামী ২৫ আগস্ট দুই রাজ্যের আঞ্চলিক কমিটি ফের একবার আলোচনায় মিলিত হবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

মেঘালয়ের উপমুখ্যমন্ত্রী প্রিস্টন তাইসং জানান এদিনের আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া অনুসারে ২ রাজ্যের তিনটি করে আঞ্চলিক কমিটি আগামী ২৫ আগস্ট বিকালে ফের বৈঠকে বসবে। এরপর ২৬ আগস্ট সকালে এই কমিটিগুলো ডিমরিয়ার বিবাদিত অঞ্চল সফর করে সেই এলাকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে। যেহেতু ডিমরিয়া সেক্টরটি অনেক বিশাল ফলে দুই রাজ্যের আঞ্চলিক কমিটিগুলো শুধুমাত্র একটি এলাকা পরিদর্শন করবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মনিপুরের দুই মহিলার বিবস্ত্র কান্ডের পাশাপাশি রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গ ছত্রিশগড়ে সংগঠিত নারী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে রাজ্যপালের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকপত্র প্রদান এবিভিপির

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা দেশ তথা বিশ্বজুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী মনিপুরের ভয়াবহ এবং লজ্জাজনক বিবস্ত্র কান্ড ঘিরে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এবার এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ছাত্র সংগঠনটির একটি প্রতিনিধি দল অসমের রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করেছে। মূলত মনিপুর সহ রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গ ছত্রিশগড়ে সংগঠিত নারী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে এই স্মারকপত্র প্রদান করেছে এবিভিপি।

প্রসঙ্গত মনিপুরের দুই মহিলার বিবস্ত্র কান্ডের বিরুদ্ধে শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা সরব হয়ে ওঠে এই ঘটনার নিন্দা জানানোর পাশাপাশি বলিউডের একাংশ বলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীয় এক্ষেত্রে নিন্দা মূলক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তবে যেহেতু তবে মণিপুরে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় রয়েছে ফলে কংগ্রেস সহ প্রতিটি বিরোধী রাজনৈতিক দল এক্ষেত্রে ব্যাপক সক্রিয় হয়ে উঠা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে নারী নির্যাতন ঘটনা কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোতে সংঘটিত হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন। এমনকি কংগ্রেস শাসিত রাজস্থান ছত্রিশগড় কিংবা পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় উত্তরপূর্বে বিশেষ করে মনিপুর নাগাল্যান্ড অরুণাচল প্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে কম সংখ্যায় নারী নির্যাতন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এবার মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্য অনুযায়ী অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ মনিপুরের বিবস্ত্র কান্ডের পাশাপাশি রাজস্থান পশ্চিমবঙ্গ ছত্রিশগড়ে সংগঠিত নারী নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ছাত্র সংগঠনটি নারীর বিরুদ্ধে সংগঠিত যেকোনো ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যা দিয়েছে। তাছাড়া এই ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে উচিত তদন্তের দাবী জানিয়ে অসমের রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র প্রদান করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। ছাত্র সংগঠনটির সাতজনের প্রতিনিধি দল রাজ্যপাল গুলাব চান্দ কাটারিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন রাজ্যের সংগঠিত নারী নির্যাতনের ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

নির্বাচনের আগের প্রশাসনের টার্গেট কী?

ঢাকা ঃ নির্বাচনের আগে পুলিশ ও প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল শুরু হয়েছে। বদলির সঙ্গে আছে পদোন্নতি। বিএনপির অভিযোগ, সরকার নির্বাচনের আগে ইচ্ছেমত প্রশাসন সাজাচ্ছে। আওয়ামী লীগ বলছে এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হাফিজ উদ্দিন খান মনে করেন, এর উদ্দেশ্য হলো নিজেদের মতো একটা নির্বাচন করা।'' তবে সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার মনে করেন,নির্বাচন কোন স্টাইলে হবে তার ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় তাহলে এইসব রদবদল নিয়ে ততটা উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই। নির্বাচনের আগে আবার ব্যাপক রদবদল হবে। চলতি মাসে প্রশাসন ও পুলিশে শতাধিক কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। এরই মধ্যে ৩২ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক(ডিসি) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২২ জন অতিরিক্ত সচিব ও উপ সচিবকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। একদিনে ৫১ জন ডিআইজি এবং অতিরিক্ত ডিআইজিকে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে। আর একদিনে ১০ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া আরো চলবে বলে জানা গেছে। ৬ জুলাই অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ২৬ জন কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করা হয়। একই দিন দুইজন অতিরিক্ত সচিব ও চার জন উপসচিবকে বদলি ও পদায়ন করা হয়। এর আগে গত মাসে পুলিশের ২২ জন এসপি এবং সাত জন জিআইজিকে বদলি করা হয়েছে। গত ১২ মে পদ না থাকার পরও ১১৪ জন যুগ্ম সচিবকে পদোন্নতি দিয়ে অতিরিক্ত সচিব করা হয়। পুলিশের ৭২০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতির বিষয় এখন বিবেচনাধীন। গত ৭ জুন তিনজন সচিব এবং একজন অতিরিক্তি সচিবকে বদলি করা হয়। বদলি করা হয় ১৪ জন যুগ্ম সচিবকে। ওই দিন পুলিশের ১৭ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারকেও বদলি করা হয়। জানা গেছে, মাঠ প্রশাসনে অচিরেই শতাধিক নতুন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(ইউএনও) দেখা যাবে। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) পদেও নতুন পদায়ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হিসেবে পদায়নের জন্য ৩৫তম ব্যাচের তিন শতাধিক কর্মকর্তাকে ফিটলিস্টে রাখা হয়েছে। আর ৩৩তম ব্যাচের যে সকল কর্মকর্তা বর্তমানে ইউএনও হিসেবে দায়িত্বে আছেন তাদের ফিটলিস্ট করে এডিসি হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হবে বলে জানা গেছে। এর আগে গত ১২ মার্চ দেশের আট জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দিয়েছে সরকার। গত বছরের ২৩ নভেম্বর ঢাকাসহ দেশের ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়া গত আগষ্ট মাসে ৪০ জেলায় নতুন পুলিশ সুপার পদায়ন করা হয়। এদিকে ৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়ার অবসরে যাওয়ার কথা থাকলেও তাকে আরো এক বছরের জন্য একই পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ২৫ মে অবসরে যাওয়ার কথা ছিলো প্রতিরক্ষা সচিব গোলাম মো. হাসিবুল আলমের। তার চাকরির মেয়াদও এক বছর বাড়ানো হয়েছে। ১৩ অক্টোবর মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেনের চাকরির মেয়াদ শেষে অবসরে যাওয়ার কথা। তার মেয়াদও বাড়ানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই পদগুলোতে যারা দায়িত্ব পালন করেন, তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কাজে সম্পৃক্ত থাকেন। জননিরাপত্তা বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী রয়েছে। তাই এই বিভাগটি নির্বাচনের সময়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । বাংলাদেশে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ অথবা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথা আছে। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা থেকে নির্বাচন পর্যন্ত প্রশাসনে বদলি বা অন্য সব সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। সেই হিসেবে পুলিশ ও প্রশাসন তিন মাস তাদের অধীনে থাকে। ফলে সরকার বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি তার আগেই করে ফেলতে চাইছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাবেক সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, এখানে দুইটি বিষয় আছে। সাধারণভাবে রুটিন বদলি এবং পদোন্নতি হতে পারে। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টা হলো নির্বাচন কোন স্টাইলে হবে। যদি ২০১৪, ২০১৮ সালের মতো নির্বাচন হয় তাহলে কে এসপি কে ডিসি তাতে কিছুই আসে যায় না। আর যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা হয় তাহলে এই বদলি পদোন্নতি তেমন কোনো লাভ হবে না। তখন আবার পুলিশ ও প্রশাসনে নির্বাচনের আগে ব্যাপক রদবদল হবে। তার কথা,এখন যে বদলি বা রদবদল হচ্ছে তাতে সরকারের টার্গেট থাকতে পারে। কিন্তু নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন হলে দলীয় মনোভাবাপন্ন যে কর্তকর্তারা আছেন তাদের আবার বদলি করা হবে। আর সেটা না হলে তো যেরকম হবার সেরকমই হবে। নির্বাচনকে সামনে রেখেই পুলিশ ও প্রশাসনে বদলি রদবদল হচ্ছে। তারা চাচ্ছে তাদের মতো করে নির্বাচন করতে। তারা নির্বাচনের জন্য একটি প্রশাসন সাজাচ্ছে,এই অভিমত সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হাফিজ উদ্দিন খানের। তিনি বলেন, আমরা যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে আসি তার আগেও আওয়ামী লীগ এভাবে প্রশাসন সাজিয়ে গিয়েছিলো। আমরা এসে তা পরিবর্তন করি। এবার যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসে তাহলে আবারো পুলিশ প্রশাসনে পরিবর্তন আসবে। তা না হলে তো এভাবেই হবে। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শাসসুজ্জামান দুদু বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার তাদের মতো করে একটি নির্বাচন করার জন্য প্রশাসন ও পুলিশকে ইচ্ছে মতো সাজাচ্ছে। তারা মনে করছে এভাবে একটি নির্বাচন করে পার পেয়ে যাবে। কিন্তু আমার মনে হয় তারা এটা পারবে না। পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। তারা একতরফা নির্বাচন করতে গেলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে। তারা যা চাইছে তা হবে না। আর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, এখন যে বদলি পদোন্নতি হচ্ছে এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো রুটিন ওয়ার্ক। একজন কর্মকর্তা একই কর্মস্থলে সর্বোচ্চ তিন বছরের বেশি থাকতে পারেন না। আওয়ামী লীগ সরকার নয়, বিএনপি সরকারই অতীতে প্রশাসনে নগ্ন হস্তক্ষেপ করেছে। বিএনপি যদি কোনো ধ্বংসাত্মক কাজ না করে তাহলে আগামী নির্বাচন শেখ হাসিনার অধীনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে।

সচিবসভার অ্যাকস্মিক বৈঠকের তলব

ঢাকা ঃ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন সকল সচিবকে সোমবার সকাল ১০ টায় সচিবালয়ে বৈঠকের জন্য ডেকেছেন। রবিবার বিকেলে এ বৈঠকের কথা সচিবদের জানানো হয় বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। তবে সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি। সমকাল ও প্রথম আলো। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এ বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। সাধারণত সচিবদের বৈঠকের আগে আলোচনার নির্ধারিত বিষয় নিয়ে তাদের চিঠি দেয়া হয়। এবার সেটি করা হয়নি। মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের সূত্র বলছে, সমসাময়িক বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠ প্রশাসনের প্রস্তুতি, দেশজুড়ে চলমান মেগা প্রকল্পের কার্যক্রম, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনস্থ শুণ্য পদ পূরণের অগ্রগতির বিষয়েও আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া সরকারের যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে উদ্বোধন করার লক্ষ্য রয়েছে, সেগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার নির্দেশনা দিতে পারেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন। নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দলগুলোর বড় ধরণের আংেদালেনের হুমকির মুখে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল রয়েছে বলে মনে করছেন প্রশাসনের পর্যবেক্ষকরা। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে পরিস্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সংবিধান অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আজ মন্ত্রিসভার এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

নারী বিশ্বকাপে অভিষেক হওয়া পর্তুগালকে ১০ গোলে হারালো নেদারল্যান্ডস

নেদারল্যান্ডস (ওয়েবডেস্ক) ঃ রবিবার নিউজিল্যান্ডের ডুনেডিন স্টেডিয়ামে নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে অভিষেক হওয়া পর্তুগালকে ১০ গোলে জিতে নেদারল্যান্ডস তাদের গ্রুপ ই অভিযান শুরু করেছে। খেলার প্রথমার্ধে স্টেফানি ভ্যান ডার গ্র্যাগটের করা একটি গোলের সুবাদে শেষ পর্যন্ত জয় নিশ্চিত করে ডাচরা। এক বছর আগে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের গ্রুপ পর্বে ডাচরা পর্তুগালকে ৩২ ব্যবধানে হারিয়েছিল, কিন্তু এবার তারা ডাচদের ট্রেডমার্ক কমলা রঙের দলের বিরুদ্ধে কোনো রকম সুবিধাই করতে পায়নি, এমনকি খেলার ৮২তম মিনিট পর্যন্ত ডাচদের গোলপোস্টে একটা শটও নিতে পারেনি তারা। পর্তুগাল খেলার প্রথমার্ধে ডাচদের গোলপোস্টে কোনও শট নিতে ব্যর্থ হয় এবং ডাচদের উপর্যুপরি আক্রমণ ঠেকিয়ে দিতে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। ডাচ কোচ আন্দ্রিস জোঙ্কার বলেন, পর্তুগাল সত্যিই একটা লড়াকু দল। তাদের বিরুদ্ধে আমরা দুর্দান্ত খেলেছি, তবে আরও ভালো খেলার সুযোগ ছিল। পর্তুগালের কোচ ফ্রান্সিসকো নেটো বলেছেন, গোল খাওয়ার পর আমাদের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল, অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ এবং আরও সংগঠিত খেলা। তবে নেদারল্যান্ডসের সাথে অন্যান্য ম্যাচের তুলনায় তাদের দখল অনেক বেশিই ছিল... এখানেই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। খেলোয়াড়রা ২০১৯ রানার্স আপ টিমের সাথে খেলায় দুর্দান্ত দক্ষতা দেখিয়েছে। আমরা তাদের ছন্দ ভাঙতে পেরেছি। তবে আমাদের আরও ম্যাচ খেলতে হবে এবং আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। নেদারল্যান্ডস তিন পয়েন্ট জিতে গ্রুপ লিডার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সমান অবস্থানে চলে গেছে, কিন্তু বৃহস্পতিবারের টাইটানিক সংঘর্ষের আগে গোল পার্থক্যে তারা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ঠিক যেন ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালের পুনরাবৃত্তি, যেখানে আমেরিকানরা ডাচদের হারিয়ে তাদের চতুর্থ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতে নিয়েছিল। জোঙ্কার বলেন, আমরা আমেরিকাকে ভয় পাই না, তবে আমরা তাদের সম্মান করি, আমাদের কোন ভয় নেই। জুন থেকে তাদের লক্ষ্য ছিল পর্তুগালের বিপক্ষে উদ্বোধনী খেলা। এটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এবং এখন সময় এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে মনোনিবেশ করার।

চলে গেলেন ইংল্যান্ডের প্রথম মিলিয়ন পাউন্ড দামি ফুটবলার

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ দলবদলের বাজারে এখন ফুটবলারদের কোটি কোটি পাউন্ড, ডলার বা ইউরো দাম ওঠে। তবে একটা সময় এক লাখ পাউন্ড বা ডলার দামই ছিল স্বপ্নের মতো। ট্রেভর ফ্রান্সিস ছিলেন সেই সময়ের খেলোয়াড়। প্রথম ব্রিটিশ খেলোয়াড়, দলবদলে যাঁর দাম ১ মিলিয়ন পাউন্ডের বা ১০ লাখ পাউন্ডের মাইলফলক ছুঁয়েছিল। সাবেক এই ইংলিশ ফরোয়ার্ড ফ্রান্সিস আজ মারা গেছেন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে। পরিবারের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করা হয়েছে ৬৯ বছর বয়সী ফ্রান্সিসের মৃত্যুর খবর। ১৯৭৯ সালে বার্মিংহাম থেকে নটিংহাম ফরেস্টে এই রেকর্ড ট্রান্সফার ফি নিয়ে যোগ দিয়েছিলেন ফ্রান্সিস। ওই বছরই ব্রায়ান ক্লফের নটিংহামের হয়ে জিতেছিল ইউরোপিয়ান কাপ (এখনকার চ্যাম্পিয়নস লিগ)। সুইডিশ ক্লাব মালমোর বিপক্ষে ফাইনালে জয়সূচক গোলটা ফ্রান্সিসই করেছিলেন। নটিংহামের ইতিহাসে ওটাই ছিল প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ। পরের বছরে ক্লাবের হয়ে আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতেন ফ্রান্সিস। নটিংহাম পর্ব শেষ করে ১৯৮১ সালে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন ফ্রান্সিস, পরে খেলেন ইতালির সাম্পদোরিয়া ও আতালান্তার হয়েও। জাতীয় দল ইংল্যান্ডের হয়ে ৯ বছরের ক্যারিয়ারে ৫২ ম্যাচে ১২টি গোল ফ্রান্সিসের। খেলেছেন স্পেনে ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ ফুটবলে। অবসরের পর কোচিং করিয়েছেন কুইন্স পার্ক রেঞ্জার্স, বার্মিংহাম সিটি, শেফিল্ড ওয়েনসডে ও ক্রিস্টাল প্যালেসে। কাজ করেছেন স্কাই স্পোর্টস ও বিটি স্পোর্টসের ফুটবল বিশ্লেষক হিসেবেও। ফ্রান্সিসের মৃত্যুর খবর জানিয়ে এক বিবৃতিতে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'এটা আমাদের জন্য বিশাল এক ধাক্কা, আমরা খুবই মর্মাহত। তিনি শুধু কিংবদন্তি ফুটবলারই ছিলেন না, একজন অসাধারণ মানুষও ছিলেন।'

মার্তা নন, বিশ্বকাপ অভিষেকে হ্যাটট্রিক করে ইতিহাস ব্রাজিলের বোর্জেসের

অ্যাডিলেড ঃ ইতিহাস ডাকছিল মার্তাকে। প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছয়টি বিশ্বকাপে গোল করার ইতিহাস। কিন্তু আজ অ্যাডিলেডে পানামার বিপক্ষে সেই ম্যাচে কিংবদন্তি নারী ফুটবলার মাঠে নামার সুযোগ পেলেন কিনা ৭৫ মিনিটে। পানামার বিপক্ষে এফ গ্রুপের ম্যাচটির বাকি সময়ে গোল পাননি ৩৭ বছর বয়সী মার্তা। তবে ম্যাচটি সহজেই জিতেছে ব্রাজিল। ২০২৩ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পানামাকে ৪০ গোলে হারিয়েছে এখনো মেয়েদের বিশ্বকাপ না জেতা ব্রাজিল। মার্তা যাঁর বদলি হিসেবে নেমেছেন, সেই আরি বোর্জেসই ব্রাজিলের জয়ে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন। ২৩ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড করেছেন হ্যাটট্রিক। মেয়েদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা মার্তারও যে কীর্তি নেই। মেয়েদের বিশ্বকাপ ইতিহাসে ২৫তম হ্যাটট্রিক এটি, আর এবারের বিশ্বকাপে প্রথম।

ব্রাজিলকে প্রথম গোলটি এনে দিয়েছিলেন বোর্জেসই। ম্যাচের ১৯ মিনিটে দেবিনিয়ার ক্রসে গোল করেন বোর্জেস। ২০ মিনিট পর দ্বিতীয় গোলটি করা বোর্জেস বিশ্বকাপ অভিষেকেই হ্যাটট্রিক পেয়ে যান ৭০ মিনিটে। মেয়েদের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের চতুর্থ হ্যাটট্রিক হলেও বোর্জেসের আগে অভিষেকে ৩ গোল পাননি কোনো ব্রাজিলিয়ান। বোর্জেসের হ্যাটট্রিক গোলের আগেই ৪৮ মিনিটে ব্যাকহিল ফ্লিকে ব্রাজিলকে তৃতীয় গোল এনে দেন বিয়া জানেরাত্তো।

এই জয়ে এফ গ্রুপে ফ্রান্স ও জ্যামাইকাকে পেছনে ফেলে পয়েঃট তালিকার শীর্ষে উঠে গেছে ব্রাজিল। গতকাল গ্রুপের প্রথম ম্যাচে অন্যতম ফেবারিট ফ্রান্সের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিল জ্যামাইকা।

দুর্দান্ত শুরু করেছে জার্মানি। মেলবোর্নে এইচ গ্রুপের ম্যাচে আফ্রিকার দেশ মরক্কোকে ৬০ গোলে হারিয়েছে দুবারের চ্যাম্পিয়নরা। অধিনায়ক আলেকজান্দ্রা পপ করেছেন ২ গোল, ২টিই প্রথমার্ধে। প্রথম আরব দেশ হিসেবে মেয়েদের বিশ্বকাপ খেলতে নামা মরক্কো জার্মানিকে দুটি আত্মঘাতী গোলও উপহার দিয়েছে।

আবরার নাসিমের তোপের পর 'পাকবল'এর কবলে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো ঃ খোলা চোখে এটিকে আউট মনে না করার কোনো কারণ ছিল না। আবদুল্লাহ শফিককে এলবিডব্লিউ দিলেন আম্পায়ার ক্রিস গ্যাফানি, পাকিস্তান ওপেনার তাতেই নিলেন রিভিউ। বল ট্র্যাকিং সবাইকে, অন্তত শ্রীলঙ্কানদের ও আম্পায়ারকে অবাক করে দিয়ে দেখাল, প্রবাত জয়াসুরিয়ার বলটি যেত স্টাম্পের ওপর দিয়ে। শফিক অক্ষত থাকলেন, পরের ওভারে আলোকস্বল্পতার কারণে দিনের খেলা শেষ করলেন আম্পায়াররা। কলম্বোতে যে দিনটি পুরোপুরি হয়ে থাকল পাকিস্তানেরই।

শ্রীলঙ্কাকে ১৬৬ রানে অলআউট করে দেওয়ার পর পাকিস্তান খেলেছে 'পাকবল', ২৮.৩ ওভারেই তুলে ফেলেছে ২ উইকেটে ১৪৫ রান। মানে ওভারপ্রতি তারা তুলেছে ৫.০৮ হারে রান, বেশির ভাগ সময়ই যেটি ছিল ৬-এর ওপরে। প্রথম দিন শেষে শ্রীলঙ্কার চেয়ে প্রথম ইনিংসে মাত্র ২১ রানে পিছিয়ে তারা। শফিক অপরাজিত ৯৯ বলে ৭৪ রান করে, তাঁর সঙ্গী অধিনায়ক বাবর আজম।

টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে শ্রীলঙ্কার শুরুটা হয় বাজে। তৃতীয় ওভারে শান মাসুদের সরাসরি থ্রোয়ে রানআউট ওপেনার নিশান মাদুশকা। এরপর নাসিম শাহ ও শাহিন শাহ আফ্রিদির তোপে ৩৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে স্বাগতিকেরা। আফ্রিদির বলে ব্যাট ছুড়ে পয়েন্টে ক্যাচ দেন কুশল মেন্ডিস। নাসিমের বলে কট বিহাইন্ড অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, দিমুথ করুনারত্নে হন বোল্ড।

শ্রীলঙ্কাকে খাদের কিনার থেকে টেনে তোলার কাজটি আবার করতে হয় ধনাঞ্জয়া ডি সিলভাকে। দিনেশ চান্ডিমালের সঙ্গে পঞ্চম উইকেটে তিনি যোগ করেন ৮৫ রান। চান্ডিমালকে ফিরিয়ে ব্রেকথ্রু দেন নাসিম, ডি সিলভা অবশ্য ছিলেন আরও কিছুক্ষণ। ৬৮ বলে ৫৭ রান করা ডি সিলভাকে শেষ পর্যন্ত থামতে হয় আবরার আহমেদের বলে মিডউইকেটে সৌদ শাকিলের ভালো ক্যাচে পরিণত হয়ে।

শিগগির অষ্টম উইকেটও হারায় শ্রীলঙ্কা, ১৩৬ রানের মাথায়। এরপরও তারা ১৬৬ পর্যন্ত যায় রমেশ মেন্ডিসের ২৭ রানের ইনিংসে। আবরার এসে মুড়ে দেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং অর্ডারের লেজ, এ লেগ স্পিনার নেন ৪ উইকেট। নাসিমের উইকেট ৩টি।

ব্যাটিংয়ে নেমে তৃতীয় ওভারে ইমাম উল হককে হারিয়ে বসে পাকিস্তান। এরপরই শফিক ও শান মাসুদ শুরু করেন 'পাকবল'। নবম ওভারেই ৫০ পেরিয়ে যায় পাকিস্তান, ১৭তম ওভারে ছুঁয়ে ফেলে ১০০। শফিক ফিফটি পূর্ণ করেন ৪৯ বলে, জয়াসুরিয়াকে ছক্কা মেরে। মাসুদ অবশ্য ছিলেন আরও আক্রমণাত্মক, ৪৪ বলেই ফিফটি হয়ে যায় তাঁর। তবে ২২তম ওভারে আসিতা ফার্নান্ডোকে পুল করতে গিয়ে মাসুদ ফেরার পর কমে আসে রানের গতি। শফিক ও মাসুদের জুটিতে ১১৭ বলে ওঠে ১০৮ রান। দিনের বাকিটা সময় নিরাপদে পার করেন শফিক ও বাবর।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা ১ম ইনিংস ঃ ৪৮.৪ ওভারে ১৬৬ (ডি সিলভা ৫৭, চান্ডিমাল ৩৪, রমেশ ২৭ আবরার ৪৬৯, নাসিম ৩৪১, আফ্রিদি ১৪৪)

পাকিস্তান ১ম ইনিংস ঃ ২৮.৩ ওভারে ১৪৫২ (শফিক ৭৪, মাসুদ ৫১ ফার্নান্ডো ২৪১)

পাকিস্তান ১ম ইনিংসে ২১ রানে পিছিয়ে

নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন স্কুলে এসেছে ৩ লাখ রোহিঙ্গা শিশু : ইউনিসেফ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাস্তুচ্যুতি, শিক্ষাকেন্দ্রগুলো আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাত কাটিয়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে ২০২৩২৪ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হয়েছে। রবিবার (২৩ জুলাই) স্কুলের প্রথম দিনেই ৩ লাখ শিশু নিবন্ধন করেছে।
কিশোরকিশোরী ও মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর কারণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছে ইউনিসেফ। বলেছে, নতুন শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারের মতো সব বয়সের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশু মিয়ানমারের পাঠ্যক্রমে পড়াশোনা করবে।
২০২১ সালে চালু হওয়ার পর থেকে, কক্সবাজারে শরণার্থী শিবিরে এই আনুষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম ধীরে ধীরে গ্রেড৩ থেকে গ্রেড৫ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। রবিবার থেকে, এটি প্রথমবারের মতো গ্রেড১০ পর্যন্ত চালু হয়। এই উদ্যোগ, রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে বড় ও ছোট উভয় শিশুদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে।
বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি শেলডন ইয়েট বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশুরা শিখতে চায়। তারা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ও স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে চায়। মিয়ানমারে এই শিশুদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশে থাকাকালীন তারা যেন তাদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে।
তিনি বলেন, প্রত্যেক রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশুর জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমি আমাদের সহযোগী ও দাতাদের ইউনিসেফের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করছি।
ইউনিসেফ বলছে, বড় শিশুদের জন্য নতুন এই সুযোগের পাশাপাশি, একটি সর্বাত্মক প্রচারাভিযানের মাধ্যমে স্কুলের বাইরে থাকা ১৩ হাজারের বেশি শিশুকে শ্রেণিকক্ষে আনা সম্ভব হয়েছে। এ বছর রেকর্ড উপস্থিতির মূলে কাজ করেছে, কিশোরীদের শিক্ষা চালিয়ে যেতে সহায়তা দেয়া।
রোহিঙ্গাদের সামাজিক রীতিনীতির কারণে, অভিভাবকরা বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান না। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় অভিভাবকদের কাছে মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরতে, শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য শ্রেণিকক্ষ তৈরি করতে এবং নারীদের সহচার্যে কিশোরীদের স্কুলে পাঠাতে ইউনিসেফ ও তার সহযোগীরা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।
ইউনিসেফ উল্লেখ করে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবিরে শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করা একটি বিশাল কর্মকাণ্ড। সহিংসতা ও নিপীড়নের কারণে ২০১৭ সালে পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী এদের অর্ধেক শিশু। তারা একটি ঘনবসতিপূর্ণ শরণার্থী শিবিরে বসবাস করছে। সেখানে ৩ হাজার ৪০০ শিক্ষাকেন্দ্রে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশুদের শিক্ষাদান কার্যক্রম চলছে। যার মধ্যে ২ হাজার ৮০০ শিক্ষাকেন্দ্র ইউনিসেফ সমর্থিত। এছাড়া, এখানে রয়েছে কমিউনিটি বেসড লার্নিং ফ্যাসিলিটি।
শরণার্থী শিবিরে স্কুলের প্রথম দিন, ২০২৩২৪ শিক্ষাবর্ষে র জন্য রোহিঙ্গা শরণার্থী শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে, জরুরিভিত্তিতে ৩ কোটি ৩০ লাখ ডলার সহায়তার জন্য আবেদন করেছে ইউনিসেফ।

ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের আদেশের ওপর হাইকোর্টের রুল

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান, নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা মামলায় অভিযোগ গঠনের আদেশ কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট।
গ্রামীণ টেলিকমের মামলা বাতিল চেয়ে করা এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মো. রুহুল কুদ্দুস ও বিচারপতি আশীষ রঞ্জন দাসের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রবিবার (২৩ জুলাই) এই রুল জারি করেন। দুই সপ্তাহের মধ্যে রাষ্ট্রপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের এই রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।
শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২০২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে, ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে মামলা করেন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান।
মামলায় শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ জমা না দেয়া, শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী না করা, গণছুটি নগদায়ন না করায়, শ্রম আইনের ৪এর ৭, ৮, ১১৭ ও ২৩৪ ধারায় অভিযোগ আনা হয়।
গত ৬ জুন এই মামলায় ড. ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতের বিচারক। অন্য যে তিনজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয় তারা হলেন গ্রামীণ টেলিকমের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আশরাফুল হাসান, পরিচালক নুর জাহান বেগম ও মো. শাহজাহান।
অভিযোগ গঠনের আদেশের বৈধতা নিয়ে এবং মামলার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত চেয়ে গত মাসে হাইকোর্টে আবেদন করেন ড. ইউনূসসহ চারজন। এই আবেদনের ওপর ১৭ জুলাই হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়।
রাষ্ট্রপক্ষ বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য সময়ের আরজি জানালে, আদালত রবিবার শুনানির দিন ঠিক করেন। এর পর, শুনানি নিয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। আদালতে ড. ইউনূসসহ আবেদনকারীদের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আবদুল্লাহ আল মামুন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন।
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। তিনি বলেন, হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করা হবে।

টুকরো খবর

রি পোলিং এর দাবী তুলে সরব হোলো তৃণমূল

জলপাইগুড়ি ঃ এতদিন বিরোধীরা রি পোলিং এর দাবি তুলে আসছিল। এবার একই দাবীতে সরব হোলো তৃণমূল। সোমবার বিকেলে এই দাবীতে সাংবাদিক সম্মেলন করলো তৃনমূল নেতারা।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এদিন জলপাইগুড়ি রানী নগড় শিল্প তালুক এলাকায় সাংবাদিক সম্মেলন করলো তৃনমূল নেত্রীত্ব। তাদের অভিযোগ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি বুথে প্রিসাইডিং অফিসারের ভুলের জন্য প্রচুর ব্যালট বাতিল হয়েছে। বিশেষ করে ৪ টি বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি আসনে এক হাজারের বেশি ভোট বাতিল হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ এই সমস্ত প্রিসাইডিং অফিসারেরা সকলেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত। সুতরাং তারা জানে তাদের সই ছাড়া ব্যালট বাতিল হয়। তাই তারা জেনেবুঝে এই কাজ করেছে। আর এর জেরে বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮২৬২ নম্বর বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে ২৮১টি, পঞ্চায়েত সমিতি আসনে ৩১৫টি, ১৮২৬৬ নম্বর বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে ৬টি ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে ৪০টি, ১৮২৬৭ নম্বর বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে ১১৯টি ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে ১৫৮টি এছাড়া ১৮২৬৮ নম্বর বুথের গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে ৩৪টি ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে ৯৮টি ভোটের ব্যালট বাতিল হয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী পিংকি রায় অভিযোগ করে বলেন প্রিসাইডিং অফিসারের ভুলের জন্য আমাদের চারটি বুথের এক হাজারের বেশি ভোট বাতিল হয়েছে। এর জেরে আমাদের হার হয়েছে। এই কারণে জেলাশাসককে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। আমরা চাই এই চারটি বুথে ভোট প্রক্রিয়া করা হোক। তৃনমূলের অপর এক প্রার্থী বরুন রায় বলেন তার বুথে সন্ত্রাস চালিয়েছিল বিজেপি। পরে ওই বুথে রি পোলিং হয়। সেদিন ভয়ের চোটে তৃনমূলের ভোটারেরা আর ভোট দিতে আসেনি ফলে ওই বুথে তারা হেরে গেছে। তাই ওই বুথেও রি পোলিং এর দাবী জানিয়েছেন তারা। তাদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিজেপি নেতা সৌজিত সিংহ বলেন তৃনমূল রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস করেছে। তাদের তান্ডবের দৃশ্য সকলে টিভিতে দেখেছে। তার দাবী ভোটের আগেই বিজেপির পক্ষ থেকে তারা জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিয়ে অবহিত করা হয়েছিল যেখানে ব্যালট ছাপা হয়েছিল সেখানে তৃনমূল নেতাদের অবাধে আনাগোনা করতে দেখা গেছে। তারাই ব্যালট এদিক ওদিক করেছে। সেই ব্যালট বক্সে ঢুকিয়েছে।ফলে প্রচুর সই ও সিল ছাড়া ব্যালট পাওয়া যাচ্ছে। আমরা ছাপা খানার সিসি টিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে বলেছিলাম। এবার ভোট মিটে গেছে। আমরা ফের জেলাশাকের কাছে গিয়ে সিসি টিভি ফুটেজ দেখতে চাইবো।

ভোটের ফল ঘোষণার ৭ দিন পরে উদ্ধার তিনটি ব্যালট বাক্স, ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংসদ খগেন মুর্মু

মালদা। পঞ্চায়েত ভোটের এক সপ্তাহ বাদে উদ্ধার হল সিল করা ব্যালট বাক্স। ঘটনা গাজোল ব্লকের স্ট্রং রুম ও গণনা কেন্দ্র করা হয়েছিল গাজোল এইচ এন এম হাইস্কুলে। ঘটনা সামনে আসার পরই পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে উদ্ধার করে ব্যালট বাক্সগুলি। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গাজোলের বিজেপি বিধায়ক সহ কর্মী সমর্থকরা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। গোটা ঘটনায় শাসক দল তৃণমূলের সঙ্গে গাজোলের বিডিও ও পুলিশের প্রত্যক্ষ আঁতাতের অভিযোগ তোলেন তিনি। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে গাজোলের পথে নামেন বিজেপি নেতাকর্মীরা। যদিও বিজেপির তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। গাজলের তৃণমূল ব্লক সভাপতি তথা বিজয়ী জেলা পরিষদ সদস্য দীনেশ টুডু জানান, পায়ের তলায় জমি না থাকাতেই তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য পরিকল্পিতভাবে এসব কান্ড ঘটাচ্ছে বিজেপি।

অন্নেষা জামশেদপুরের পক্ষ থেকে গাছ ফল ও ফুলের গাছ লাগানো হলো

পোটকা ঃ সকাল ১১ টার সময় রসুনচপাতে মাতাজী আশ্রমের সহযোগিতায় অন্নেষা জামশেদপুরের পক্ষ থেকে গাছ ফল ও ফুলের গাছ লাগানো হলো।বিমল মণ্ডল ও পরিবার গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করলেন।গাছ লাগা কার্যক্রমে সাথে ছিলেন অন্নেষার পক্ষ থেকে আশীষ ব্যানার্জি,তাপসী ব্যানার্জি,পৃথিবী দালাল,বুলবুল ঘোষ,ঝুমা রিহেল ও মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সুনীল কুমার দে ও কমল কান্তি ঘোষ মহাশয়। বড় ভূমরি তে অন্নেষা সংস্থা দ্বারা মাতাজী আশ্রম হাতার সহযোগিতায় অপরাহ্ন ৩.৩০ ঘটিকায় বড়।ভূমরি গ্রামে বৃক্ষ রোপন করা হলো।অন্নেষার পক্ষ থেকে আশীষ ব্যানার্জি,তাপসী ব্যানার্জি,পৃথিবী দালাল,বুলবুল ঘোষ,ঝুমা রিহেল,মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সুনীল কুমার দে ও কমল কান্তি ঘোষ ও ভূমরি গ্রামের রিতা মণ্ডল,রিনা মণ্ডল,রেখা মণ্ডল,বিমল মণ্ডল ও প্রবীর মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।গাছ লাগাও ও পর্য্যবরণ বাঁচাও অভিযান ফল ও ফুলের গাছ লাগানো হলো।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
25:07:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

আচরণবিধি ভেঙে ভারত বাংলাদেশে তুমুল সমালোচনার মুখে হারমানপ্রীত

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ক্রিকেটীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করে শাস্তির মুখে ভারতীয় নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হারমানপ্রীত কৌর। আইসিসির বিধিমালা অনুযায়ী ম্যাচ চলাকালীন এবং ম্যাচ শেষে কোড অফ কন্ডাক্ট ভেঙেছেন ৩৪ বছর বয়সী অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার। মিরপুরে শনিবার সফরের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয় ভারত ও বাংলাদেশ। এর আগে ফেভারিট হিসেবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতে নেয় হারমানপ্রীতের দল। তবে তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টি হারের পর প্রথম ওয়ানডেও হেরে বসে সফরকারীরা, যেটা ছিল ৫০ ওভারের ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ভারতের প্রথম হার। পরেরটি ভারত জিতলে শেষ ম্যাচ পরিণত হয় অঘোষিত ফাইনালে। রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে টাই করে বাংলাদেশ দল। ফলে সিরিজটাও ১১ এ ড্র হওয়ায় ট্রফি ভাগাভাগি করতে হয় দুই দলকে। কিন্তু ম্যাচের ফলাফল ছাপিয়ে আলোচনায় উঠে আসে ভারতীয় অধিনায়ক হারমানপ্রীতের আচরণ, যা ম্যাচ শেষ হওয়া প্রায় ২৪ ঘন্টা পর এখনো দুই দেশের সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার শীর্ষে রয়েছে।

শস্য চুক্তির মেয়াদ শেষ, ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির কী হবে এখন?

ওডেসা (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ার শস্য চুক্তির মেয়াদ ছিল ২২শে জুলাই ২০২২ থেকে ১৭ই জুলাই ২০২৩। নবায়ন না হওয়ায় চুক্তির জীবনকালটি ছোট, চুক্তির বেশকিছু ত্রুটিও আছে। কিন্তু এটাই ছিল রাশিয়ার হামলার অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে একমাত্র কূটনৈতিক আলো।

চুক্তির মাধ্যমে ইউক্রেন কৃষ্ণ সাগর ব্যবহার করে সারা বিশ্বে নিজেদের শস্য রপ্তানি করতো। স্বাভাবিকের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম হলেও তিন কোটি ৩০ লাখ টন শস্য রপ্তানি পরিমাণে কম নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এর অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে নৌ প্রতিরোধ আর দীর্ঘ তল্লাশি চালানোর নামে পথের গতি ধীর করার অভিযোগ আগেই ছিল। আর শেষমেশ চুক্তিটি বাতিলই করা হলো।

গত সপ্তাহে মস্কো আনুষ্ঠানিকভাবে শস্য চুক্তি থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। রাশিয়া এরপর বন্দরগুলোতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো শুরু করে যদিও এরআগে দেশটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে বন্দরে হামলা চালানো হবে না।

ধ্বংসকৃত স্থাপনাগুলোর মধ্যে একটি ছিল ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় উৎপাদনকারী কোম্পানি কেরনেল এর একটি শস্য টার্মিনাল। কর্মকর্তারা বলেন, গত সপ্তাহে ৬০ হাজার টন শস্য ধ্বংস হয়েছে।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর প্রথম দুই তিন মাস আমরা রপ্তানি বন্ধ রেখেছিলাম, বলেন কেরনেলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়েভহেন ওসিপভ।

তেল এবং শস্যের দাম ৫০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল, এবং আপনি দেখছেন যে এখন আবারো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

বৈশ্বিক শস্যের বাজার এখনো পর্যন্ত স্থিতিশীল রয়েছে বলে মনে হলেও রাশিয়া চুক্তি প্রত্যাহার করার এক দিনের মধ্যে শস্যের দাম আট শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল, যা গত ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে একদিনে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি ছিল।

ওই এলাকায় কমপক্ষে তিনটি বন্দর এলাকার স্থাপনায় কোন ধরণের হামলা না চালানোর বিষয়ে রাজি হয়েছিল ক্রেমলিন, কিন্তু সেই কূটনৈতিক রক্ষাকবজ এখন আর নেই।

ধ্বংসপ্রাপ্ত বন্দর, কৃষ্ণ সাগরে ঐক্যমতের ভিত্তিকে কোন করিডর না থাকা এবং উপকূলের বেশিরভাগ অংশের নিয়ন্ত্রণ রাশিয়ার দখলে থাকার কারণে মি. ওসিমভ মনে করছেন যে, ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির সক্ষমতা আরো ৫০ শতাংশ কমে যাবে।

এটা আমাদের কৃষকদের জন্য বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ, কারণ তাদেরকে শস্য অন্তত ২০ শতাংশ কম দামে বিক্রি করতে হবে, বলেন ওসিমভ। তিনি মনে করেন ভবিষ্যতে জমিতে কাজ করতে মানুষ কম আগ্রহী হবে।

শস্য চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার প্রভাব ওডেসা বন্দর ছাপিয়ে আরো বিস্তৃত হবে। শহরের মেয়র গেনাডি ক্রুখানভ মনে করেন, মস্কো দেখাতে চায় যে তাদের ছাড়া কোন কিছু রপ্তানি করা সম্ভব নয় এবং সেটা ঠিকও বটে।

সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হচ্ছে তারা তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য নিরাপরাধ মানুষের উপর আক্রমণ করেছে, তিনি বলেন।

কেন্দ্রীয় পলতাভা এলাকায় ৪০ মিটার উঁচু শস্যের গুদামের উপর দাঁড়ালে ইউক্রেনের শস্য উৎপাদনের সক্ষমতার মাত্রা নিয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

যে প্ল্যান্টটিতে বিবিসির দলটি গিয়েছিল সেটি এক লাখ ২০ হাজার টন শস্য মজুদ রাখতে পারে। এটি এখন এক তৃতীয়াংশ পূর্ণ এবং কৃষ্ণ সাগর দিয়ে যখন ইউক্রেন শস্য রপ্তানি করতে পারবে না তখন এটি আরো পূর্ণ হতে থাকবে।

এই প্ল্যানটির চারপাশে সীমাহীন কৃষি জমি বিস্তৃত।

এটা এমন একটি দেশ যারা চাইলেই হঠাৎ করে শস্য উৎপাদন বন্ধ রাখতে পারে না। এই শস্য কোথাও না কোথাও রপ্তানি করতেই হবে অন্তত এখনো পর্যন্ত সেটাই আশা।

আমরা অনুভব করি যে, যতটা সম্ভব শস্য উৎপাদন করা উচিত, একটি পাইপের মধ্যে নমুনা ঢালতে ঢালতে বলছিলেন ইউলিয়া, যিনি কেরনেল কোম্পানিতে একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করেন।

শস্য চুক্তির আগে, বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর লাখ লাখ মানুষ অভুক্ত থাকার ঝুঁকিতে ছিল কারণ ইউক্রেন রপ্তানি করতে পারছিলো না। ১২ মাস পরে সেই ঝুঁকি আবারো ফিরে এসেছে।

রাশিয়ানরা হয়তো বোঝে না যে ক্ষুধা কী, বলেন ইউলিয়া। মানুষ না খেয়ে আছে, বড় ধরণের মজুদ পড়ে আছে, কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই তারা সেটির নাগাল পাচ্ছে না।

মস্কো এর আগে হুমকি দিয়েছিলো যে তারা এই চুক্তি থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ হিসেবে তারা বলেছিলো যে তাদের নিজেদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যের উপর অত্যাধিক শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।

তারা চায়, তাদের একটি প্রধান ব্যাংককে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেম বা অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হোক, রাশিয়ার সার কোম্পানিগুলোর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হোক এবং বিদেশি বন্দরে রুশ জাহাজ পূর্ণ প্রবেশাধিকার পাক ও সেগুলোর বীমা নিশ্চয়তা দেয়া হোক।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের এসব দাবি বাস্তবায়ন করতে হলে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে, যা আসলে এই মূহুর্তে কল্পনাই করা যাচ্ছে না।

গত জুলাইয়ে ক্রেমলিন এই সমস্যার সমাধানের অংশ হতে আগ্রহী ছিল বলে মনে হয়েছিল, যখন এটা প্রতীয়মান হয়েছিল যে ইউক্রেনে সরাসরি আক্রমণের কারণেই খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছিল।

যুদ্ধক্ষেত্রের হতাশা সেই অবস্থানকে পরিবর্তন করেছে বলে মনে হচ্ছে।

খুব একটা প্রভাব না থাকলেও জাতিসংঘের পাশাপাশি এই শস্য চুক্তির প্রধান একজন মধ্যস্থতাকারী তুরস্ক বলছে যে, এটি আবার চালু করার সম্ভাবনা রয়েছে।

ফলে, ধরেই নেয়া যায় যে এই চুক্তিটি আসলে বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু ইউক্রেনের রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য কোন পথ কি খোলা আছে?

প্রতিবেশী দেশ রোমানিয়া এবং পোল্যান্ডের উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথ রয়েছে। কিন্তু ইউক্রেনিয় শস্যের মাধ্যমে এই দুটি দেশের বাজার সয়লাব হয়ে সেখানকার স্থানীয় পণ্যের দাম পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, যা ইতোমধ্যে সেসব দেশের কৃষকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করেছে।

দানিয়ুব নদীর মাধ্যমে মধ্য ইউরোপে শস্য রপ্তানিরেএকটি রুট রয়েছে, যা ব্যবহার করে গত ১২ মাসে ২০ লাখ টন শস্য রপ্তানি করা হয়েছে। এর আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ছয় লাখ টন।

এ দুটি বিকল্পই ইউক্রেনের রুট পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের বিষয়ে ইতস্ততের কারণ হতে পারে। এছাড়া এগুলো বেশ ব্যয়বহুও বটে।

ইউএসএআইডি এর প্রধান সামান্থা পাওয়ারকে তার সাম্প্রতিক সফরের সময় জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে, ইউক্রেনকে যে 'ইউরোপের রুটির ঝুড়ি' বলা হয় তা অতীত হয়ে গেলো কিনা।

তিনি শুধু ইউক্রেনের জন্য এক বিলিয়ন ডলারের একটি সহায়তা প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছেন, যার মধ্যে কৃষির আধুনিকীকরণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

ওডেসায় রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় একজন নিহত, প্রাচীন গির্জার ক্ষতি

ওডেসা (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনের বন্দরনগরী ওডেসার ওপর চালানো রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত একজন নিহত এবং ১৯ জন আহত হয়েছে বলে কর্মকর্তারা বলছেন। এ ছাড়া ট্রান্সফিগারেশন ক্যাথেড্রাল নামে একটি ঐতিহাসিক গির্জাও গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

আঞ্চলিক গভর্নর ওলেহ কিপার জানিয়েছেন, চারটি শিশু সহ বিস্ফোরণে আহত ১৪ জন এখন হাসপাতালে রয়েছে। শহরের কাউন্সিল বলেছে, এ সময় আবাসিক ভবনও আক্রান্ত হয় এবং ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে একটি ঐতিহাসিক অর্থডক্স গির্জারও গুরুতর ক্ষতি হয়েছে।

ইউক্রেন থেকে কৃষ্ণসাগরের ভেতর দিয়ে নিরাপদে শস্য রপ্তানির নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি থেকে রাশিয়া গত সোমবার নিজেদের প্রত্যাহার করে নেবার পর থেকেই ওডেসার ওপর একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে মস্কো ।

ইউক্রেন অভিযোগ করেছে যে রাশিয়া ওই চুক্তি ও শস্য রপ্তানির সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামোগুলোকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালাচ্ছে।

এ সপ্তাহের শুরুতে আরেকটি রুশ আক্রমণে প্রায় ৬০,০০০ টন শস্য ধ্বংস হয়।

ইউক্রেনীয় অর্থডক্স গির্জাটি উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে তৈরি। এটি ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস করে দিয়েছিল তবে ২০০৩ সালে তা আবার পুনর্নির্মাণ করা হয়।

ওডেসা শহরের কেন্দ্রস্থলটিকে এ বছর ইউনেস্কো রুশ প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিশ্বঐতিহ্যের অংশ বলে ঘোষণা করেছিল। জাতিসংঘের এই সাংস্কৃতিক সংস্থাটি একাধিকবার রাশিয়ার প্রতি ওডেসার ওপর আক্রমণ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।

রোববার রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেন্ট পিটার্সবার্গে তার ঘনিষ্ঠ মিত্র বেলারুসের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার লুকাশেংকোর সাথে বৈঠক করছেন। মি. লুকাশেংকো রাশিয়ার ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপের সাম্প্রতিক বিদ্রোহ অবসানে ভুমিকা রাখেন এবং এর প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন ও তার কিছু যোদ্ধাকে সেদেশে থাকতে দিয়েছেন।

এর পর এই প্রথম মি. পুতিনের সাথে তার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হচ্ছে। মি. পুতিন বলেন, তাদের এ আলোচনা কয়েকদিন ধরে চলতে পারে।

আলোচনা শুরুর আগে প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেন - ইউক্রেনের পাল্টা অভিযান ব্যর্থ হয়েছে।

ক্রেমলিন বলছে, মি. লুকাশেংকোর এ সফরের সময় দুই নেতার আলোচনায় দু দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে কথাবার্তা হবে।

মি লুকাশেংকো আভাস দেন, তাকে ওয়াগনারের যোদ্ধাদের সংযত করতে হয়েছে কারণ তারা পোল্যান্ডে ঢুকতে আগ্রহী ছিল।

জন্ম নিবন্ধন নিয়ে দেশ জুড়ে চরম ভোগান্তি, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে নিবন্ধন বন্ধ একমাস ধরে

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে গত একমাসের বেশি সময় ধরে জন্ম নিবন্ধন সনদ করতে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছে মানুষ। বিশেষ করে সরকারি একটি ওয়েবসাইটের তথ্য উন্মুক্ত থাকার খবর প্রকাশের পর এই জটিলতা আরও বেড়েছে। যদিও জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধকের কার্যালয় বলছে, সার্ভার নিয়ে কোন জটিলতা নেই, বরং স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছা করে অথবা অদক্ষতার কারণে সেবা দিতে পারছে না। অন্যদিকে রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে জটিলতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্ম নিবন্ধন বন্ধ রয়েছে প্রায় একমাস ধরে। কিন্তু এর ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সোহানা ইয়াসমিনের মতো অনেক সাধারণ মানুষ। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয় পত্র, ভিসা আবেদনসহ ১৯টি নাগরিক সেবার ক্ষেত্রে জন্ম নিবন্ধন সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা সোহানা ইয়াসমিন এক বছর বয়সী ছেলের জন্ম নিবন্ধন করানোর জন্য গত একমাস ধরে সিটি কর্পোরেশনে ঘুরছেন। কিন্তু সেখান থেকে তাকে বলা হয়েছে, মেয়রের নির্দেশে জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। কবে চালু হবে, কারও জানা নেই। সোহানা ইয়াসমিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'আমার ছেলের পাসপোর্ট করাতে চাইছি, সে জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ লাগবে। গত একমাস ধরে যোগাযোগ করছি, কিন্তু সিটি কর্পোরেশনের লোকজন বলে, মেয়রের নির্দেশে নিবন্ধন কার্যক্রম আপাতত বন্ধ আছে। কবে চালু হবে, তা কেউ জানে না। এখন আমিও জানি না, আমার ছেলের পাসপোর্ট কবে করাতে পারবো। ওরটা করাতে পারছি না বলে আমরাও কেউ জরুরি দরকারেও ভিসার আবেদন করতে পারছি না।' তার মতো ভোগান্তিতে পড়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের হাজার হাজার মানুষ। এই প্রসঙ্গে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, স্থানীয় সরকার আইনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই দপ্তর থেকে যেসব সেবা দেয়া হবে, সেজন্য যে কর বা ফি নেয়া হবে, সেটা স্থানীয় সরকারের নিজস্ব আয় হওয়ার কথা। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ব্যয় এসব দপ্তর করলেও কোন আয় পায় না। 'একটা সার্টিফিকেট প্রিন্ট করতে গেলে আমাদের কমপক্ষে ৪০ টাকা লাগে। সেখানে জনবল, যন্ত্রপাতিসেসব কিছুও আমাদের দিতে হয়। কিন্তু সেখানে যে ফি নেয়া হয়, সেটা পুরোপুরি সরকারি তহবিলে চলে যায়। এটা নিয়ে আমাদের মাননীয় মেয়র মহোদয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। শীঘ্রই হয়তো সমাধান হয়ে যাবে।' গত সপ্তাহে এ নিয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি আলোচনা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, এই বিষয়ে আলোচনা হলেও এখনো চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অবশ্য আগের মতোই জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করা হচ্ছে। কিন্তু সেখানেও সার্ভার জটিলতায় ঠিক মতো সেবা পাচ্ছেন না নাগরিকরা। নিবন্ধনের দায়িত্বে থাকা একজন সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, গত এক সপ্তাহ ধরে কোন কাজ করা যায়নি। কারণ সার্ভারেই ঢোকা যায়নি। তবে বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে কিছু ফাইলের প্রিন্ট দেয়া গেছে। এর আগেও বেশিরভাগ সময় দিনের বেলায় সার্ভারে প্রবেশ করা যায় না। ফলে অনেককে নিবন্ধন সনদ দেয়ার তারিখ দেয়া হলেও নির্ধারিত সময়ে সরবরাহ করা যায় না। বাংলাদেশে ২০০৪ সালে জন্ম নিবন্ধন আইন করা হলেও কার্যকর হয় ২০০৬ সাল থেকে। ২০১০ সালে সার্ভার পরিবর্তন করা হলে দেখা যায়, ২০১১ সালের আগে করা অনেক সনদের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে তাদের আবার নতুন করে জন্ম সনদ করাতে হয়। তবে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি হলেও জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা ১৯ কোটি ৩৫ লাখের বেশি। ভালো স্কুলে ভর্তি বা বয়স কমাতে একাধিক জন্ম নিবন্ধন এজন্য দায়ী বলে কর্মকর্তারা মনে করেন।

বাংলাদেশ থেকে কী বার্তা নিয়ে গেল ইইউ প্রতিনিধি দল?

প্যারিস (এজেন্সী) ঃ দুই সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশে প্রায় ১০০টি বৈঠক করে শনিবার মধ্যরাতে ঢাকা ছেড়ে গেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল। বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে ইইউ পর্যবেক্ষক পাঠাবে কিনা, সেটি পর্যালোচনা করে দেখতে বাংলাদেশে এসেছিল এই দলটি।

এখন তারা তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল একটি প্রতিবেদন আকারে জমা দেবে ইইউর পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেলের কাছে। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন সংক্রান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ছয় সদসের ওই প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশে এসেছিল নয়ই জুলাই।

বাংলাদেশে দুই সপ্তাহের সফরকালে কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, নির্বাচন কমিশন, নাগরিক সমাজ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, গণমাধ্যম এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেছে।

বাংলাদেশে যাদের সঙ্গে এই প্রতিনিধিদলের আলোচনা হয়েছে, তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে বোঝা যাচ্ছে যে, এই দলটি জানার চেষ্টা করেছে আগামী জাতীয় নির্বাচন কেমন হতে পারে, সেই সময়ের পরিবেশ নিয়ে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করেছেন।

সেই সময় নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গণমাধ্যমের ভূমিকা কেমন হবে আর রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন নিয়ে অবস্থান কি হতে পারে, সেটাও জানার চেষ্টা করেছেন তারা।

ইইউর এই প্রতিনিধিদল বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে কথা বলে এসব বিষয়ে তাদের মতামত নিয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করেছে।

বাংলাদেশের যেসব পক্ষ বা সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে ইইউ প্রতিনিধিদলের আলোচনা হয়েছে, সেখানে মূলত গুরুত্ব পেয়েছে আগামী জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ, রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান, কূটনীতিক, গণমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি, প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রস্তুতির মতো বিষয়গুলো।

যদিও এই সফরের আলোচনার বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে সরাসরি কিছু জানানো হয়নি। তবে তারা যাদের সঙ্গে বৈঠক বা আলোচনা করেছেন, তারা পরবর্তীতে গণমাধ্যমের কাছে আলাপের বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন। তা থেকে তাদের আগ্রহের বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দুদফা বৈঠক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদল। সেখানে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা, কমিশনের সক্ষমতা, আইন কানুন, নির্বাচনের সময় সহিংসতার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে তারা। নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক বা সব দলের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা আছে কিনা, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিশনের ভূমিকা কি হতে পারে, সেটা বোঝার চেষ্টা করেছে এই প্রতিনিধিদল।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একই দিনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, এবি পার্টিসহ কয়েকটি দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে প্রতিনিধিদল। সেসব বৈঠকের পর দলগুলোর নেতারা আলোচনার বিষয়বস্তু সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের পর আলোচনা প্রসঙ্গে বিএনপি নেতা আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী পরবর্তীতে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'তারা আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে যে, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন আদৌ জনগণের ভোটের মাধ্যমে সম্ভব হবে কিনা।... আমাদের পক্ষ থেকে তাদের বলেছি, এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, সম্ভব না। কারণ এদের অধীনে নির্বাচন হবে না। বিএনপির সঙ্গে বৈঠকের পর দুপুর ১২টার দিকে ঢাকার একটি হোটেলে আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে ইইউ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। এরপর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের বলেছেন, 'একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন তারা দেখতে চান, আমরাও বলেছি, অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগেরও কমিটমেন্ট। বাংলাদেশের সংবিধান, সার্বভৌমত্ব ও আইন ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে তারা এখানে নির্বাচন দেখতে চায়। তারা নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারে আশ্বস্ত হয়েছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন।'